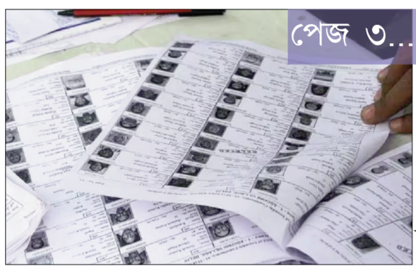
পেজ ৩.....

নম বাদ গেল ৫ হাজার ৮৪০ জনের

জনমত

পেজ ৮ .....

নাও থাকতে পারেন বুমরাহ

www.jazzbaat24bangla.com. প্রথম বর্ষ । সংখ্যা ৯ । পৃষ্ঠা ৮ মঙ্গলবার ৬ মে ২০২৫ । ২১ বৈশাখ ১৪৩২

মুর্শিদাবাদে দাঙ্গার 'দাগ' বিজেপির গায়ে দিয়ে দায় এড়ালেন কৌশলী মমতা

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

দাঙ্গার আমি, দাঙ্গার তুমি। আমি দাঙ্গার বিরুদ্ধে, তুমি দাঙ্গাবাজ। ঠিক এভাবেই সুকৌশলে দাঙ্গার "দাগ" দিয়ে কেন্দ্র তথা বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তি বা দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় যাওয়ার আগেই মঙ্গলবার বিকেলে বহরমপুরে পৌঁছে দাঙ্গার দায় কেন্দ্র থেকে বিএসএফ এমন কি নাম না করে বিজেপি ঘনিষ্ঠ মহারাজের ঘাড়ে ঠেললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কথায় "আমি কারোর বিরুদ্ধে নই। কিন্তু দাঙ্গার বিরুদ্ধে। একটা জাতি অন্য জাতির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এগুলো কিন্তু বাংলা সহ্য করবে না। যারা দাঙ্গা করে তারা কোন ধর্মের মানুষ নয়"। পাশাপাশি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-কে রীতিমত কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। "বিএসএফ কেন গুলি চালালো? তারা যদি গুলি না চালাতো তবে পরের দিনের ঘটনা ঘটতো না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস" মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, মুর্শিদাবাদ জেলাতে কিছু বহিরাগত ধর্মের নামে বিধর্মের কথা বলছে। কয়েকজন ধর্মের নেতা সেজেছেন। পালে বাঘ না পড়লেও তারা রাজনৈতিক ফয়দার জন্য "বাঘ বাঘ" বলে চিৎকার করছেন। তাঁর মতে "এরা দাঙ্গা বাঁধিয়ে চলে যায়। এরাই শত্রু। যারা দাঙ্গা বাধায় তারাই মূল শত্রু।" সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দাঙ্গার মূল শত্রু বা চক্রান্তকারী চিহ্নিত করতে গিয়ে নম না করে বিজেপি ঘনিষ্ঠ এক মহারাজকেও নিশানা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"এখানে একটা সেবাশ্রম রয়েছে। তিনি কি করেন তার কি কুকীর্তি, বেলডাঙা থেকে শুরু করে ধুলিয়ান সব ক্ষেত্রেই তথ্য রয়েছে। নিজেদের ধর্মের নেতা বলছেন। আর তাদের আর্থিক উৎস? আমার মনে হয় বিজেপির নেতাদের জিজ্ঞেস করবেন তারা বলে দেবেন। মাত্র দুটো ওয়ার্ডে গন্ডগোল হয়েছে। কারা এই দাঙ্গা কিভাবে করিয়েছেন সমস্ত তথ্য আমি এই কদিনে সব তথ্য জেনেছি।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও অভিযোগ " যখন ওয়াকফ নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তখন উনি লাইট নিভিয়ে দিয়েছিলেন। এটা গর্হিত অপরাধ। আমি সমস্ত কিছু তথ্য জেনেছি। অন্ধকার করছেন কেন? মুখ লুকোবার জন্য। কি লুকোতে চেয়েছিলেন?" মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ নিয়ে "নোংরা রাজনীতি" হয়েছে বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুতিতে যাচ্ছেন। সেখানেই অশান্তি-দাঙ্গার ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। পুর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সরকারি আর্থিক সাহায্য তুলে দেবেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তর থেকে বিডিও অফিসে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাও পরিদর্শন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সোমবার মুর্শিদাবাদে এসেই সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিক-রাও ছিলেন।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা,"এই ঘটনার সমস্ত তথ্যের বেশিরভাগটাই পেয়েছি। আরেকটু বাকি রয়েছে। সবটা এলে প্রচারের আলোয় আনা হবে। আমি চাই না কোনও সম্প্রদায়ের লোক আক্রান্ত হোক এই পশ্চিমবঙ্গে"।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন,"এত ভয় কিসের? ঘটনা ঘটার পরের দিনই মানবাধিকার কমিশন চলে এলো কেন? মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থা, ওড়িশা ও দিল্লিতে যখন দাঙ্গায় এত লোক মারা গেছেন তখন মানবাধিকার কমিশন কোথায় ছিল?" মুখ্যমন্ত্রীর দাবি "পরিকল্পনা করেই মুর্শিদাবাদের ঘটনা ঘটেছে।"

জগন্নাথ বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী ও ওড়িশা সরকারকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন অবস্থা হয়নি যে নিমকাঠ চুরি করে এনে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির করতে হবে।" কেন্দ্রকে নিশানা করে ঠিক এসেছি। আমার বাড়িতেও তো নিম গাছ আছে। আমাদের চুরি করতে হয় না। চোরের মায়ের বড় গলা। দিঘার জগন্নাথ মন্দির

এভাবেই দীঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরীর বিতর্কের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য "জগন্নাথ মূর্তি কিনতেও পাওয়া যায়। ওটা নিয়ে এসেছেন রাজেশ দ্বৈতাপতি। যেখান থেকে নিয়ে আসার কথা বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে সেখান থেকে এটা আসেনি। তাকে আবার প্রশ্ন করা হয়েছে, কেন দিঘাতে পুজো করতে গিয়েছিলে? এত গায়ে লাগছে কেন? শাক-সবজি বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যখনই প্রয়োজন হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ওড়িশা সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়"। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে দুটি বিগ্রহ রয়েছে। একটি পাথরের। অন্যটি নিম কাঠের তৈরি। যেভাবে পুরীর শ্রীক্ষেত্রে নিম কাঠের তৈরি জগন্নাথ থাকেন। এই নিম কাঠের বিগ্রহ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন,"আমরা নাকি নিম কাঠ চুরি করে এখানে নিয়ে আপনাদের খুব গায়ে লেগেছে?" মিডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কাছে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন, "আমরা যদি একটা জগন্নাথ ধাম করি তাহলে আপত্তির কি আছে? আপনারা ভালো থাকুন বাংলাও ভালো থাকুক। আপনারা আমাদের লোকেদের ধরে মারছেন। এটা কেন হবে? ওড়িশায় বাংলায় কথা বললেই তাকে মারা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, বিহারেও হয়েছে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আপনারা অত্যাচার করছেন কিন্তু আমরা করছি না। এটাই তফাৎ। হিংসার কোন ওষুধ নেই।" ওড়িশা বিহার, রাজস্থান সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে চিঠি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দীঘার জগন্নাথ মন্দির বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী-কেও টার্গেট মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর মন্তব্য "আমি অনেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু এখনকার প্রধানমন্ত্রী তো 'অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার'। আমি বলছি না সমস্ত ছাত্র সংগঠনের বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীরা বলছে"।

কলকাতায় রুফটপ ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

কলকাতা শহর জুড়ে বিদ্যুৎ গতিতে রুফটপ রেস্টুরেন্ট ভাঙ্গার কাজে আপাতত ধাক্কা কলকাতা পুরসভার।পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগমা হাউসের LMNOQ রেস্তরাঁকে নোটিশ দিয়ে রুফটপ ভাঙ্গার কাজ শুরু করেছিল কলকাতা পুরসভা। সেই মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা পুরসভার এই অভিযানে সাময়িকভাবে মৌখিক স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের। আগামী বৃহস্পতিবার ফের এই মামলার শুনানি।

কিসের ভিত্তিতে অভিযান,জানতে চায় হাইকোর্ট

তার আগে নতুন করে কোনও অভিযান করা যাবে না জানালো বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত এর বেঞ্চ। মূলত কলকাতা পুরসভার আশ্বাসেই সাময়িকভাবে এই অভিযান বন্ধ রাখতে বলে হাইকোর্ট। এদিনের মামলার শুনানিতে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী সব্যসাচী চৌধুরী জানান, রেস্তোরাঁ তৈরির জন্য পুরসভার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্স ফায়ার লাইসেন্স সবকিছুই নিয়ম মেনে নেওয়া আছে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই পুরো কর্তৃপক্ষ এই লাইসেন্স দিয়েছে। অথচ পুরো আইন মেনে নির্দিষ্ট সময় না দিয়ে আচমকা তড়িঘড়ি এভাবে ভেঙে দেওয়া কতটা আইনসিদ্ধ তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী সব্যসাচী চৌধুরী। কিসের ভিত্তিতে এই অভিযান কলকাতা পুরসভার তাও জানতে চান বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত। উল্লেখযোগ্য রাজ্য পুরো আইনের ৪০৮ ধারা অনুযায়ী কোন বেআইনি অংশ ভাঙার ক্ষেত্রে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয় সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে। সেক্ষেত্রে এখানে আইনি আর বেআইনি এই নিয়েই যখন জটিলতা রয়েছে, সেইটার নিষ্পত্তি না করে কোন আগাম নোটিশ না দিয়ে চটজলদি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ ধরনের অভিযান কতটা আইনি তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায় বক্তব্য রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের আইনজীবির। যদিও বিচারপতি কান্ত রেস্তোরা কর্তৃপক্ষের আইনজীবির কাছে জানতে চান, রেস্তোরাঁ করার জন্য প্রয়োজনীয় যা যা লাইসেন্স বা অনুমতি নেওয়ার সেগুলো আগে থেকে নেয়া থাকলেও রূপ টপে যে আপনারা

রেস্তোরা চালাচ্ছিলেন তার জন্য নির্দিষ্ট কোন অনুমতি কি পৌরসভার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে? সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্টভাবে সদুত্ত দিতে পারেননি রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী। রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অতিরিক্ত অংশের অনুমোদনের জন্য জন্য ২০২৪ সালে কলকাতা পুরসভাকে জানিয়েছিল রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেটি বৈধ না অবৈধ সেই সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া যায়নি। ফলে আপাতত কিছুটা সময় চেয়ে মূলত রাজ্য সরকার বা কলকাতা পুরসভার আশ্বাসেই আপাতত এই ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার মৌখিক নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। অর্থাৎ গত শুক্রবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম শহরের সমস্ত রুফটপ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে অবিলম্বে তা বন্ধের যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন তাতে আপাতত ধাক্কা খেলো কলকাতা পুরসভা। উল্লেখযোগ্য সেদিনই মামলা গাড়ি রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠিয়ে ভাঙ্গার অভিযানে নামে কলকাতা পুরসভা।

একাধিক প্রতিরক্ষা ওয়েবসাইট হ্যাক, চুরি ১০ জিবি তথ্য!

অভিযুক্ত পাকিস্তানভিত্তিক হ্যাকার গোষ্ঠীপাকিস্তানভিত্তিক হ্যাকার গোষ্ঠী 'পাকিস্তান সাইবার ফোর্স'আবারও ভারতের প্রতিরক্ষা সিস্টেমে সাইবার হামলা চালিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক এই সাইবার হামলায় সেনাবাহিনীর প্রযুক্তি পরিষেবা এবং 'মনোহর পারিকর ইনস্টিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস (MP-IDSA)-এর গুরুত্বপুর্ণ তথ্য চুরি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে 'পাকিস্তান সাইবার ফোর্স' নামে একটি হ্যান্ডল থেকে এই কাজ হয়েছে। এদিকে এক্স -এ 'Pakistan Cyber Force' হ্যান্ডেল দাবি করেছে, তারা এমইএস এবং আইডিএসএ-র ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ করে ১,৬০০ ব্যবহারকারীর তথ্যসহ ১০ জিবিরও বেশি ডেটা হাতিয়ে নিয়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, "হ্যাকড। তোমাদের নিরাপত্তা এক মরীচিকা। এমইএস-এর ডেটা এখন আমাদের।" এক ছবিতে দেখা যায়, ভারতীয় একটি ট্যাঙ্কের জায়গায় পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে।এছাড়াও, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি সংস্থা 'আর্মার্ড ভেহিকেল নিগম লিমিটেড' বা এভিএনএল -এর ওয়েবসাইট হ্যাক করে বিকৃত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার পর ওয়েবসাইটটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা জানান, এই হামলা পাকিস্তানঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর স্পনসর করাও হতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে আরও হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সাইবার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে।এর আগেও পাকিস্তানভিত্তিক হ্যাকারদের দ্বারা আর্মি পাবলিক স্কুল (এপিএস) শ্রীনগর ও রানিখেত, আর্মি ওয়েলফেয়ার হাউজিং অর্গানাইজেশন (AWHO), এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্লেসমেন্ট পোর্টাল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটে হামলার ঘটনা ঘটেছে।জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগাঁয়ে নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় ২৫ জন পর্যটক ও একজন কাশ্মীরি নিহত হওয়ার পর দু দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে।

ভারত ইতিমধ্যে এই হামলার কড়া জবাব দেওয়ার ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে।ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্দাস জলচুক্তি স্থগিত এবং পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা পরিষেবা বন্ধ রাখা।

গত সপ্তাহে, একই ভাবে বেশ কয়েকটি ভারতীয় ওয়েবসাইট হ্যাক করার বেশ কয়েকটি চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানি হ্যাকাররা। তবে ভারত সতর্ক থাকায় প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। পাকিস্তানভিত্তিক হ্যাকারদের ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর ওপর হামলা নিঃসন্দেহে একটি নতুন ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সামিকে খুনের হুমকি!

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম ভরসাযোগ্য পেসার মহম্মদ সামির জীবনে নেমে এসেছে কালো ছায়া। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চলাকালীন সময়ে তাঁকে ইমেলের মাধ্যমে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল এবার। বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন সামির দাদা হাসিব। ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে সামির পরিবারের তরফে।সামির দাদা হাসিব জানিয়েছেন, গতকাল দুপুর নাগাদ একটি ইমেল আসে, যেখানে সামিকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও দেরি না করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও ঠিক কে বা কারা এই হুমকি ইমেল পাঠিয়েছে, কিংবা এর পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে, সূত্রের খবর অনুযায়ী সাইবার ক্রাইম সেলও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।সম্প্রতি শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জয়ে বড় ভূমিকা ছিল মহম্মদ সামির। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও বল হাতে নজর কাড়া পারফরম্যান্স করেন তিনি। এসব মিলিয়ে সামির প্রতি ভরসা রাখছেন নির্বাচকরা। যদিও চলতি আইপিএল মরসুমে সামির ফর্ম নিয়ে কিছুটা চিন্তা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টে। ফিটনেসের কিছু সমস্যা থাকায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আজকের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেনি, যদিও ইমপ্যাক্ট লিস্টে রাখা হয়েছে।

এবার মোদীকে ফোন পুতিনের, পহেলগাঁও ইস্যুতে ভারতের পাশে রাশিয়া

পহেলগাঁও সন্ত্রাস নিয়ে দুই পড়শি দেশের চরম উত্তেজনার মধ্যেই প্রায় প্রতিদিনই ফোন আসছে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের।এবার মোদীকে ফোন করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।রুশ প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন বলে সোমবার দাবি করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল। কয়েকদিন আগেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, রাশিয়া, চিন অথবা পশ্চিমি দেশগুলো এই সংকটে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।তার পরেই পুতিনের এই ফোনকে তাৎপর্যপূর্ন বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিনের ফোনে দুই নেতাই কৌশলগত সম্পর্ককে আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে

জানান, "প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনকে বিজয় দিবসের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান এবং বছরের শেষদিকে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান।" রনধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে আরও লেখেন যে, পাহলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি তিনি নিরীহ প্রাণহানির জন্য গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এই জঘন্য হামলার অপরাধী এবং তাদের সমর্থকদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ রাশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি মনে করি রাশিয়া, চিন কিংবা পশ্চিমি দেশগুলো এই সংকটে খুবই ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে। এমনকি তারা একটি আন্তর্জাতিক তদন্তকারী দল গঠন করতে পারে, যারা নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখতে পারে—ভারত বা মোদি মিথ্যা বলছেন, নাকি সত্য বলছেন। একটি আন্তর্জাতিক দল তদন্ত করে দেখুক।"তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও এই ঘটনার আন্তর্জাতিক তদন্তের পক্ষে। তিনি বলেন, "চলুন জেনে নিই কে এই ঘটনার দোষী এবং কারা এর মূল পরিকল্পনাকারী—ভারতের মাটিতে, কাশ্মীরে। শুধুমাত্র কথাবার্তা বা খালি বিবৃতিতে কিছু হবে না। যদি প্রমাণ থাকে যে পাকিস্তান জড়িত, বা এই হামলাকারীরা পাকিস্তানের সমর্থন পেয়েছে, তবে তা পেশ করা হোক। কিন্তু এগুলো নিছক খালি বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।"পরে অস্বীকার করলেও ২২ এপ্রিলের ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানভিত্তিক নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা -র ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট'। মস্কো দীর্ঘদিন ধরেই নয়াদিল্লির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পাশে রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় এই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। যখন পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে গেছে। শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই নয়, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কও অত্যন্ত ভালো। গত বছরের অক্টোবরে রাশিয়া সফরের সময় পুতিন বলেছিলেন, "আমাদের সম্পর্ক এতটাই মজবুত যে আপনি অনুবাদ ছাড়াই আমার কথা বুঝে ফেলবেন।"

আইএসআই যোগে বাংলায় পাক স্লিপার সেল বানাচ্ছিল 'পাসপোর্ট আজাদ'

আজাদ মল্লিকের মাধ্যমে কতজন আইএসআই চর অনুপ্রবেশ করে ছড়িয়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এবার সেই তথ্যের সন্ধান শুরু গোয়েন্দাদের। পাকিস্তানি আজাদের সঙ্গে আইএসআইয়ের যোগের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত গোয়েন্দারা। এরপরই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বাংলায় পাক স্লিপার সেল তৈরি করছিল আজাদ?

ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় আজাদ মল্লিককে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রথমে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছিলেন যে, আজাদ বাংলাদেশি। কিন্তু আজাদ মল্লিকের উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পাকিস্তানের ড্রাইভিং লাইসেন্স। আজাদ হোসেন নামে ওই পাক ড্রাইভিং লাইসেন্সটি যে আসলে আজাদ মল্লিকেরই, সেই ব্যাপারে ইডির গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন। এরপর তাকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জেরা করেন। গোয়েন্দারা অনেকটাই নিশ্চিত যে, পাক চর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে আজাদের। এখনও পর্যন্ত অন্তত দু'শো জনের ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে তারই ভিত্তিতে জাল পাসপোর্ট বানায় আজাদ। এই সংখ্যাটি ৫০০-এ গিয়ে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা ইডি আধিকারিকদের। যাদের জন্য জাল পাসপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও পাকিস্তানিরাও যে ছিল, সেই তথ্যও এসেছে গোয়েন্দাদের কাছে। গোয়েন্দাদের মতে, বাংলাদেশ অথবা নেপাল হয়ে পাকিস্তানিরা অনুপ্রবেশ করার পর তাদের মদত জোগায় আজাদ মল্লিক ওরফে আজাদ হোসেনের চক্র। ওই পাকিস্তানিদের মধ্যে আইএসআই এজেন্টরাও ছিল বলে ধারণা গোয়েন্দাদের। আজাদ মল্লিকের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল তার পাকিস্তানের হ্যান্ডলারের। ওই হ্যান্ডলারের মাধ্যমে আজাদ নির্দেশ পায়, ওই পাক চরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। সেইমতো বিভিন্ন জেলার গোপন ডেরায় আজাদ তাদের থাকার ব্যবস্থা করত। এ ছাড়াও ওই পাক চরদের জন্য ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করার ব্যবস্থা করে আজাদ। ওই ভুয়ো পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে বানানো হয় জাল পাসপোর্ট। গোয়েন্দাদের অভিমত, ওই জাল পাসপোর্ট নিয়ে রীতিমতো পাকিস্তানি আইএসআইয়ের এজেন্ট বা চররা ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে গা ঢাকা দেয়। কতজন পাক চর এভাবে আজাদ মল্লিকের কাছ থেকে ভুয়ো পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ভোল পালটে দেশে ছড়িয়ে রয়েছে, এবার তার সন্ধান চালাতে শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। আজাদ যাদের ভুয়া পাসপোর্ট তৈরি করেছে, গোয়েন্দারা তাদের নামের তালিকাও তৈরি করছেন।

"সনাতনী ছাড়া কাউকে বাড়ি ভাড়া দেবেন না", আবেদন সৌমিত্রর

বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে বিজেপির ডেপুটেশন কর্মসূচিতে যোগদান করে সনাতনীদের ছাড়া জমি বিক্রি না করার নিদান দিলেন সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন, 'সনাতনীদের ছাড়া কাউকে জমি বিক্রি করবেন না। সনাতনীদের ছাড়া কাউকে বাড়ি ভাড়া দেবেন না।' বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে আজ বিজেপির ডেপুটেশনে গিয়ে প্রকাশ্যে এই ভাষাতেই কথা বললেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।বাংলার জেলায়-জেলায় থাকা পাকিস্তানিদের দ্রুত চিহ্নিত করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দফতরের সামনে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। এদিন তিনি প্রকাশ্যে বলেন, "এ রাজ্যের অনেকে বুঝতে পারছেন না, অনেকে ভাবছেন যে বাড়ি আপনি বানিয়েছেন সেই বাড়িতে আপনি থাকবেন। কিন্তু না, আপনারা ছেলে মেয়েরা বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাবে। আর আপনি মারা গেলে আপনার বাড়ির দখল নেবে রোহিঙ্গারা।" এখানেই শেষ নয়, এরপরই বাঁকুড়ার মানুষকে সতর্ক করে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, "বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের জমি বিক্রি করবেন না। সনাতনী ছাড়া কাউকে জমি বিক্রি করবেন না। এবং সনাতনী ছাড়া বাড়ি ভাড়া দেবেন না। দরকার হলে কম খান, তবু তাদের জমি বিক্রি করবেন না বা বাড়ি ভাড়া দেবেন না।"এদিন নিজের বক্তব্যের সমর্থন করে সৌমিত্র খাঁ বলেন, "কলকাতার ৯০ শতাংশ বাড়ি এভাবেই দখল করে নিয়েছে।

বাঁকুড়ায় যেন তেমনটা না হয় তার জন্যেই আমার অনুরোধ সনাতনী ও হিন্দুদের ছাড়া জমি বিক্রি বা বাড়ি ভাড়া দেবেন না।" সৌমিত্র খাঁয়ের এহেন মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে, গণতান্ত্রিক দেশের একজন সাংসদ কিভাবে একথা বলতে পারেন?

এমন প্রশ্নে সাংসদের বলেন, "সনাতনী নয় যাঁরা, তারা সনাতনীদের ঘর ছাড়া করার হুঁশিয়ারি দিলে আমরা সনাতনীরাও একথা বলতে পারি। আমার অবস্থান সনাতনী ও হিন্দুদের পক্ষে।" সৌমিত্রর কথার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন,"দিবালোকেই মানুষকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন সাংসদ। এই সব ওদের মুখেই মানায়। এগুলো বলা যায় না।"

আসছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, তার আগে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রবী ঠাকুর সেজে ঘুরে বেড়ালেন বহুরূপী কৃষ্ণ বৈরাগী

পানিহাটি-খড়দহে ডায়রিয়ার প্রকোপ, অসুস্থ ৬০

তীব্র গরম, মাঝে ঝড়বৃষ্টি, ঘনঘন তাপমাত্রার পরিবর্তন। তাতে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। টিটাগড় পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা-সহ পার্শ্ববর্তী খড়দহ ও পানিহাটি পুর এলাকায় ছড়াল ডায়রিয়া। পেটের অসুখ নিয়ে প্রায় ৫০ জন ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। বেশিরভাগের চিকিৎসা চলছে খড়দহের বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালে।

বিগত তিনদিনে টিটাগড়-সহ সংলগ্ন এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত বলে খবর। আর তাতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে'র দাবি, "১নম্বর ওয়ার্ডের একজন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।" খড়দহ পুরসভার চেয়ারম্যান নীলু সরকারের বক্তব্য, তাঁর পুর এলাকার তিনজনের শরীরে ডায়রিয়া ধরা পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে টিটাগড় পুরসভার পানীয় জলের সমস্যা থেকেই এই রোগ ছড়িয়েছে বলেই দাবি করা হচ্ছে।

খড়দহের বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে খড়দহ যুব তৃণমূল সভাপতি দিব্যেন্দু চৌধুরীর মায়ের। হাসপাতালে যাতায়াত সূত্রে তিনি জানিয়েছেন, শনিবার রাতে প্রথম বলরাম হাসপাতালের নিরপত্তারক্ষী তরুণ বাগ ও তাঁর মা ভর্তি হন। তাঁদের বাড়ি খড়দহ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড। তরুণের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় তাঁকে বলরাম হাসপাতাল থেকে বেলেঘাটা আইডি-তে ভর্তি করাতে হয়। তারপর থেকে টিটাগড় এলাকার বহু বাসিন্দার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর মিলেছে। খড়দহ এবং পানিহাটি পুর এলাকারও অনেকে ভর্তি হয়েছে। সংখ্যাটা আনুমানিক ৬০-৬৫ জন হবে। বলরাম হাসপাতালের শিশু বিভাগের এক চিকিৎসক-সহ আরও কয়েকজন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত।

এনিয়ে টিটাগড় পুরসভার চেয়ারম্যান কমলেশ সাউ জানিয়েছেন, "১৪ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫-২০জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার সকালে আমি ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় দু-একটি পানীয় জলের কলে কোনও সমস্যা হয়েছে।

গোটা এলাকায় সমস্যা নেই। পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে এদিনই পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আতঙ্কিত হবেন না। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মঙ্গল, বুধবারের মধ্যে এলাকায় মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হবে।"

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বসবাসরত অবৈধ পাকিস্তানীদের দেশে ফেরত পাঠানোর দাবিতে কলকাতা ডিসি সেন্ট্রাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

কালীগঞ্জের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ ৫৮৪০ জনের

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা না হলেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কাজ সম্পূর্ণ করলো নির্বাচন কমিশন। তবে গত এপ্রিল মাসে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সে তুলনায় সংযোজনের থেকে বিয়োজন বেশি হওয়ায় ফের ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নম্বর বিতর্ক সামনে এসেছে। কালিগঞ্জ বিধানসভার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ৩৬৩২ জনের নাম যুক্ত হলেও নাম বাদ দেয়া হয়েছে মোট ৫৮৪০ জনের। কমিশন জানিয়েছে, ৩৪২৬ জন মৃত

ভোটার, থানান্তরের কারণে ২৩৯৪ জন এবং দুবার করে সংযোজিত হওয়া 16 জন ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী কালীগঞ্জ বিধানসভার মোট ভোটার ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৭৮। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ ৩১ হাজার ৬০৩ এবং মহিলা ভোটার ১ লাখ ২৩ হাজার ২৭১। সঙ্গে রয়েছেন ৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানান "নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাবতীয় সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ করা হয়েছে।" এই কাজে সংশ্লিষ্ট ডিইও, ইআরও, বিএলও এবং অন্যান্য কর্মীদের সাধুবাদ জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

বিএসএফ-এ যুক্ত হচ্ছে ১৭ হাজার নতুন জওয়ান

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে নতুন ২টি নতুন হেডকোয়ার্টার

সীমান্ত সুরক্ষায় আরও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্র। দেশের বর্তমান ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে পহলগাঁওয়ে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা ও বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিদায়ের পর অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়ায়, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর পরিকাঠামো ও কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শীঘ্রই বিএসএফে যোগ হতে চলেছে ১৬টি নতুন ব্যাটেলিয়ন, যার মাধ্যমে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবেন প্রায় ১৭ হাজার নতুন জওয়ান। পাশাপাশি, তৈরি হবে দুটি নতুন ফরোয়ার্ড হেডকোয়ার্টার বা ফিল্ড অপারেশনাল কমান্ড সেন্টার, একটি পাকিস্তান সীমান্তে জম্মু বা পাঞ্জাবের কোনও কৌশলগত এলাকায়, অপরটি মিজোরামে, বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে।বর্তমানে বিএসএফ-এর অধীনে ১৯৩টি ব্যাটেলিয়ন কাজ করছে, প্রতিটি ব্যাটেলিয়নে এক হাজারেরও বেশি আধাসেনা থাকেন। বাহিনীর মোট সংখ্যা এখন প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার। নতুন ১৬টি ব্যাটেলিয়ন যুক্ত হলে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে এবং সীমান্তে নজরদারি, অভিযান এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সক্ষমতা অনেকটাই জোরদার হবে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন ব্যাটেলিয়নগুলির মোতায়েন কোথায় করা হবে, সেই পরিকল্পনাও অনেকটাই চূড়ান্ত। বিশেষ করে এমন সব স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ, পাচার কিংবা জঙ্গি গতিবিধির আশঙ্কা বেশি থাকে। এই মুহূর্তে বিএসএফ পাহারা দেয় দেশের ৬৭২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত, যার মধ্যে ২২৯০ কিলোমিটার ভারত-পাক সীমান্ত এবং ৪০৯৭ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কোনো প্রাচীর বা কাঁটাতার নেই, শুধুই নদী বা জঙ্গলঘেরা দুর্ভেদ্য অঞ্চল। ফলে এইসব এলাকায় নজরদারির চাহিদা এবং ঝুঁকি, দুটোই অনেক বেশি।নতুন হেডকোয়ার্টারগুলি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। জম্মু ফ্রন্টিয়ারে বর্তমানে বিএসএফ-এর ঘাঁটি রয়েছে রাজৌরি, জম্মু, সুন্দরবনি ও ইন্দ্রেশ্বর নগরে। অন্যদিকে, মিজোরাম ও চাছার ফ্রন্টিয়ারের হেডকোয়ার্টার রয়েছে আসাম, শিলচর, আইজল ও মণিপুরে। নতুন হেডকোয়ার্টার তৈরির ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের দক্ষতা আরও বাড়বে।এছাড়া, নতুন ব্যাটেলিয়ন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শুরু হবে বিশাল নিয়োগ প্রক্রিয়া। যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে দেওয়া হবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, যা সম্পূর্ণ হতে সময় লাগতে পারে প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর। কয়েক বছর আগে বিএসএফ নিজেই কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল বাহিনী সম্প্রসারণের জন্য, যেখানে ২০ থেকে ২১টি নতুন ব্যাটেলিয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই

এবার ১৬টি ব্যাটেলিয়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার প্রাথমিক কাজ শুরু হতে চলেছে খুব শীঘ্রই।এই সিদ্ধান্তকে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্তে লাগাতার উত্তেজনা ও নিরাপত্তা হুমকি বিবেচনা করলে এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র বাহিনীর ক্ষমতা বাড়াবে না, একইসঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত নিরাপত্তাকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দেবে।

দশ বছর পর "বাঘে খাওয়া" স্বামীর জন্য সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে চলেছেন স্ত্রী

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দশ বছর আগে বাঘের পেটে গিয়েছেন স্বামী। এক দশক পর হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে চলেছেন স্ত্রী। আগামী ৮ সপ্তাহের মধ্যে গোসাবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ৫ লাখ টাকা দেবে রাজ্য বন দপ্তর। নির্দেশ হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার।এক দশক আগে সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের শিকার হন দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার বাসিন্দা অনাথবন্ধু কয়াল। উদ্ধার করা যায়নি তাঁর মৃতদেহ। সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে ২০২৪ সালে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী অনিতা কয়াল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা অনিতার আইনজীবী নিয়োগ করার অর্থ না থাকায়, হাই কোর্টের আইনি সহায়তা কেন্দ্র (লিগাল এইড) থেকে আইনজীবী দেওয়া হয়। অনিতার আইনজীবী শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের শিকার হন অনাথবন্ধু। তাঁর চার সঙ্গীরা ফিরে জানান "অনাথবন্ধুকে বাঘে খেয়েছে"। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সুন্দরবন কোস্টাল থানার রিপোর্টে বাঘের হামলায় মৃত্যুর কারণ লেখা হয় এবং সাতজেলিয়া পঞ্চায়েত থেকে একই কারণে মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হয়। আইনজীবীর অভিযোগ, সমস্ত নথি দিয়ে আবেদন করা হলেও ক্ষতিপূরণের আবেদন খারিজ করে বন দফতর। সোমবার রাজ্যের আইনজীবী রিপোর্ট দিয়ে জানান যে, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বাঘের হামলায় মৃত্যুর কারণ উল্লেখ

থাকলে তবেই রাজ্যের তরফে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যেহেতু মৃতের সঙ্গীরা দেখেছে বাঘের আক্রমণ ও দেহ নিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়ার ঘটনা, তাই একত্রে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত সম্ভব নয়। এরপরই মৃত অনাথবন্ধু কয়ালের স্ত্রী অনিতাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দুর্বল কেবল পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু হচ্ছে

কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সর্বোপরি রাজ্যের প্রধান সচিবালয় নবান্ন যাওয়ার অন্যতম রাস্তা দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রথম ধাপে সেতুর নীচের অংশের ১৬টি কেবল পরিবর্তন করা হয়েছে। দুর্বল কেবলগুলি পরিবর্তনের কাজ শেষ হলে তৃতীয় ধাপে ৮২৩ মিটার দীর্ঘ সেতুর বিয়ারিং বদল শুরু হবে। কলকাতা ও জার্মানির বিশেষজ্ঞ দুটি সংস্থা রাজ্য সরকার ও এইচআরবিসি র তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারের কাজ করছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। সংস্কারের কাজ চলার সময় ব্যস্ত ওই সেতুর উপর যান চলাচল যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের সময় সেতুর দুটি লেনে যান চলাচল বন্ধ থাকলেও বাকি চারটি লেন দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই যান চলাচল করছিল।
দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কারের সময়ও যাতে যান চলাচল যথাসম্ভব মসৃণ রাখা যায় সেদিকে নজর রাখা হবে। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহল ভারপ্রাপ্ত সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে শীঘ্রই এবিষয়ে বিস্তারিত কৌশল স্থির করতে বৈঠকে বসতে চলেছেন। এইচআরবিসি এবং পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

সিবিআই তদন্তের আবেদনে হাইকোর্টে মামলা জাফরাবাদের বাবা-ছেলে হারানো পরিবারের

মুর্শিদাবাদের মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যখন বহরমপুরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, ঠিক তখনই অশান্তি হাঙ্গামার জেরে একই পরিবারের বাবা-ছেলের নিহত হওয়ার ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চাইল পরিবার। আজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে সিবিআই তদন্তের আবেদন করে মামলা দায়ের করল শামসেরগঞ্জের জাফরাবাদের ওই স্বজনহারা পরিবার। আগামীকাল বিচারপতি ঘোষের এ জেলাতে এই মামলার শুনানি হবে। মামলার পিটিশন আদালতে জমা করবেন মামলা কারিনা আইনজীবী।
মুখ্যমন্ত্রী আজ মুর্শিদাবাদ সফরে যাচ্ছেন এবং আগামীকাল ওয়াকফ অশান্তির জেরে স্বজন হারা পরিবার গুলোর সঙ্গে দেখা করবেন তা জেনেও গতকালই জাফরাবাদ এর এই পরিবার কলকাতায় আসেন। গতকালই এই মামলার আভাস মিলেছিল। অবশেষে সোমবার বিকেলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এ জেলাশে মামলা দায়ের করল জাফরাবাদে বাবা-ছেলে হারানো পরিবার। যেহেতু এই ঘটনার নেপথ্যে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন পরিবার থেকে স্থানীয়রা, সে কারণেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে মামলা আবেদনে। প্রাথমিকভাবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন এবং আগামীকাল তাঁর এজলাসে মামলার প্রাথমিক শুনানি হবে।

উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের কাছে ভি আই পি রোডে মোটরসাইকেলে এক্সিডেন্টে মৃত তিন পরিজনদের কান্না

বড়বাজার অগ্নিকাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১

বড়বাজার অগ্নিকাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার সুপারভাইজার। সোমবার শেখ মহম্মদ সাগির আলি নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, মেছুয়া বাজারের ওই হোটেলে যে দাহ্য পদার্থ মজুত করা হয়েছিল, তার নেপথ্যে এই যুবকই।
ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। আচমকা বড়বাজারের মদন মোহন মেছুয়াবাজার ফলপট্টির একটি হোটেলে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরুর চেষ্টা করেন কর্মীরা। জানা যায়, হোটেলে কমপক্ষে ৪২ টি ঘর ছিল। অধিকাংশেতেই ছিল না জানলা। ফলে ধোঁয়ায় বাড়ে বিপত্তি। একদিকে ভিতরে থাকা আবাসিকরা আটকে পড়েন। অন্যদিকে, দমকলকর্মীদের ভিতরে প্রবেশে হিমশিম দশা হয়। প্রায় আট ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাইড্রোলিক ল্যাডার দিয়ে ২৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। ১৫ জনের মৃত্যু হয়।
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দেড়দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল মালিক আকাশ চাওলা এবং ম্যানেজার গৌরব কাপুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয় পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয় হোটেলের ইনটিরিয়র ডিজাইনের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার মুরশিদ আলমকে। জেরার মুখে সে জানায়, কাজের সময় তিনি বিদেশে ছিলেন। দায়িত্বে ছিলেন শেখ মহম্মদ সাগির আলি। এরপরই তাঁকে জেরা করে পুলিশ। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।

কাটারি, লাঠি নিয়ে পুরসভার কর্মীদের উপর হামলা

আনন্দপুরের গুলশন কলোনিতে প্রকাশ্যে বোমাবাজি, গুলিগালার ঘটনা নতুন নয়। শহরের মধ্যে থেকেও যেন দুষ্কৃতীদের 'মুক্তাঞ্চল' এই এলাকা! কুপিয়ে খুন থেকে শুরু করে গোষ্ঠীদ্বন্দ, মাসের পর মাস সেখানে ঝামেলার অন্ত নেই। এহেন কলোনিতেই বস্তা ভর্তি বোমা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা ।

সোমবার সকালে গুলশন কলোনিতে পুরসভার পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন পুরসভার শ্রমিকরা। অভিযোগ জেসিবিও ভাঙচুর করা হয়। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের সেই সিসি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে হামলা, তা এখনও জানা যায়নি।
ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ। দ্য ওয়ালকে তিনি জানান, "গতকাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত কয়েকজন দুষ্কৃতী হাতে চপার, বোমের বস্তা নিয়ে গুলশন চত্বরে কিছু সাধারণ মানুষকে মারধর করে এবং কলকাতা পুরসভার যে শ্রমিকরা পাইপলাইনের কাজ করছিলেন, তাঁদের থেকে টাকা-পয়সা চায়। না দিলে মারধর করে। যে গোষ্ঠী এই ঝামেলা করছে তারা আজ নতুন নয়। আগেও ঝামেলা করেছে। পুলিশে অভিযোগ করার পরও অদ্ভুতভাবে পুলিশ এদের ধরার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়।
হামলাকারীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রয়েছে। তারপরও দু'চারদিন পরই জেল থেকে এরা বেরিয়ে যায় আর নতুন করে কিছু একটা ঘটনা ঘটায়।"
কলকাতা পুরসভার ১০৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আরও জানান, "এই দুষ্কৃতীরা কেউ এলাকার নন। সব তপসিয়ার বাসিন্দা। এখানে আসছে আর অপরাধ করে চলে যাচ্ছে। আমি নিজে একাধিকবার পুলিশকে এই নিয়ে চিঠি লিখেছি। ওদের উপর ভরসা রেখেছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দল যদি আমার থেকে কিছু জানতে চায়, আমি জানাব। শুনলাম তো যাঁদের মারধর করা হয়েছে, তাঁদের ওই দুষ্কৃতীরা বলেছে, কাউন্সিলরকে গুলি করে দেব।"
কাউন্সিলর মনে করেন, এতদিন এই গুলশনকে কেন্দ্র করে অনেকে লুটেপুটে খাচ্ছিল। তিনি আসার পর সেটা যেহেতু আর হচ্ছে না, তাই বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। তাঁকেও প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
গত কয়েক বছরে একাধিক অপরাধমূলক ঘটনায় উঠে এসেছে ইএম বাইপাস সংলগ্ন গুলশন কলোনির নাম। সম্প্রতি কসবায় পুরপ্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টার ঘটনাতেও পুলিশি তদন্তে সামনে এসেছে গুলশন কলোনির সিন্ডিকেট-বিবাদ। তার জেরেই সুশান্ত ঘোষের উপরে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে জানতে পারেন তদন্তকারীরা।
অপরাধের ঘটনায় বার বার গুলশন কলোনির নাম জড়ানোর বিষয়টি লালবাজারের নজর এড়ায়নি। গুন্ডা দমন শাখাকেও গুলশন কলোনি নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছিল। অপরাধের বাড়বাড়ন্ত কমাতে পদক্ষেপের কথা বলা হলেও গুলশন কলোনি আছে গুলশন কলোনিতেই।

শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখীর পূর্বাভাস একাধিক জেলায়!

বৃষ্টি চলবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস , গত সপ্তাহের মতো চলতি সপ্তাহেও লাগাতার বৃষ্টি দেখতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গ। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক জেলা ভিজবে। তবে সপ্তাহান্তে আবহাওয়ার বদল ঘটতে পারে। এমন আশ্বাসও দিয়ে দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আগামী বুধবার পর্যন্ত রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে শুরু করবে রাজ্যে। শুক্রবার থেকেই পরিষ্কার আকাশ এবং তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। রবিবারের মধ্যে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাংলায় বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত আবহাওয়া দফতরের।
চলতি সপ্তাহে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই ২৪ পরগনা ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
উত্তরবঙ্গে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার কালবৈশাখী হতে পারে মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বাকি জেলাতেও ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলাতে। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
তবে বৃষ্টি হলেও গরম যে খুব কমে যাবে, এমনটা নয়। সার্বিকভাবে অস্বস্তি বজায় থাকবে। খুব বৃষ্টি হলে হালকা ঠান্ডা লাগতে পারে। রাতের দিকে এবং ভোরের সময়ে এই পরিস্থিতি বেশি অনুভূত হবে। বেলা বাড়লে অস্বস্তি বাড়বে।

রায়গঞ্জকে ভালোবেসে থাকাই কাল! রবিবারের ঝড়ে মৃত্যু মিছিল পরিযায়ী পাখিদের

প্রকৃতির কাছে কেউ জয়ী নয়, এই অমোঘ সত্যটাই যেন ফের প্রমাণ হয়ে গেল রবিবার বিকেলে। মাত্র আধঘণ্টার এক আকস্মিক ঝড়, আর সেই ঝড়েই বেঘোরে মৃত্যু হল হাজার হাজার পক্ষ শাবক।রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাসের পাশে থাকা পাড়াগুলি তুলসিতলা, মিলনপাড়া, রবীন্দ্রপল্লীতে প্রতিদিন যেমন সকালে পাখির কলরব আর সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরার দৃশ্য উপভোগ করত, আজ সেই পাড়াগুলির গাছে ঝুলছে মৃত পাখিদের শরীর। ছিন্নভিন্ন ডানা, ভেঙে যাওয়া বাসা আর নিঃশব্দ কান্নায় ভরে গেছে রায়গঞ্জ।জানা গিয়েছে যে, রবিবার বিকেল ৪টা নাগাদ হঠাৎ করেই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। বাতাসে শুরু হয় সুনসান হাহাকার।দ্রুত গতির ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়।
শহরের মানুষেরা যখন গরমের হাত থেকে স্বস্তি পাচ্ছে, তখনও কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে শহরের নিরীহ অতিথিরা চরম বিপদের মুখে পড়েছে। ঝড়ে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল, উপড়ে যায় বহু বাসা, আর সেই সাথেই শেষ হয়ে যায় শতাধিক পক্ষীশাবকের জীবন।বহু পাখি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে, আবার বেশ কিছু দেখো আহত অবস্থায় ছটফট করছে রাস্তার ধারে, বাড়ির উঠোনে কিংবা পুকুর পাড়ে।প্রতিবছর জুন-জুলাই মাসে সুদূর সাইবেরিয়া ও অন্যান্য শীতপ্রধান দেশ থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাসে। এই পক্ষীনিবাস শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাখির প্রজনন কেন্দ্র।
এখানে এসে পাখিরা প্রজনন ঘটিয়ে জন্ম দেয় নতুন প্রজন্মের। শীতের শেষে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ তারা ফিরে যায় নিজেদের দেশে।তবে সব পাখি ফিরে যায় না। কিছু পাখি, বিশেষ করে লিটল এগ্রেট (Little Egret) ও নাইট হেরন (Night Heron) প্রজাতির পরিযায়ীরা, রায়গঞ্জের পরিবেশ ও মানবিক আবহে মুগ্ধ হয়ে থেকে যায়। তুলসিতলা, মিলনপাড়া, রবীন্দ্রপল্লী-সহ আশেপাশের পাড়াগুলিকে নিজেদের নতুন বাসস্থান বানিয়ে নেয় তারা। এখানেই বছরভর তারা বাস করে, ফের প্রজনন ঘটায় এবং নতুন পক্ষীশাবকের জন্ম দেয়। এই পরিযায়ীরা স্থানীয় মানুষের কাছেও খুব পরিচিত ও প্রিয়।
পাড়ার শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেই সকাল-বিকেলের পাখির কলরব আর খেলা দেখে আনন্দ পায়। কিন্তু রবিবারের ঝড় সেই সুখস্মৃতিকে এক মুহূর্তেই মুছে দিল।ঝড়ের পরদিন সকালে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে দেখা গেল, বহু পক্ষীশাবক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে গাছতলা, বাড়ির ছাদ কিংবা ড্রেনের পাশে। অনেক আহত পাখি এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ ডানায় ভর করে উঠতে পারছে না, কিছু পাখি ঠোঁট দিয়ে সামান্য জল খাওয়ার চেষ্টাও করছে ব্যর্থভাবে।পিপলস ফর অ্যানিম্যালস-এর উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক গৌতম তান্তিয়া জানিয়েছেন,"আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব আহত পাখিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে পরিকাঠামোর অভাবে বড় সংখ্যায় চিকিৎসা করা কঠিন। বন দফতরের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, যেন আহত পাখিদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় ঠেকাতে একটি প্রোটোকল তৈরি হয়।"

সন্ত্রাসের মোকাবিলায়

সম্প্রতি পহেলগাম সন্ত্রাসের পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিন্ধুর জলকে হাতিয়ার করল মোদী সরকার। দিল্লি জানিয়েছে, যতক্ষণ না পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় ভাবে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার সমর্থন প্রত্যাখ্যান করে, তত ক্ষণ সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত থাকবে। দিল্লির এমন সিদ্ধান্তকে 'যুদ্ধ' হিসেবে দেখা হবে বলে পাকিস্তান পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেও আপাতত এই পদক্ষেপেই অনড় থাকছে মোদী সরকার। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় টানা ন'বছরের আলোচনার পরে ১৯৬০ সালে স্বাক্ষর হওয়া ভারত-পাক সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি উপরে পড়ল কূটযুদ্ধের কোপ।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ওই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু এবং তার দুই উপনদী, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার জলের উপরে পাকিস্তানের অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে। ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তিন উপনদী; বিপাশা, শতদ্রু এবং ইরাবতীর জল। লক্ষণীয়, আইডব্লিউটি-র অন্তর্গত নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যাহত না করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের অনুমতি ছিল ভারতের কাছে। যদিও জলাধার বাঁধ তৈরি করা ছিল নিষিদ্ধ। এই চুক্তি নিয়ে দুই দেশের সাম্প্রতিক বিবাদের মূলে রয়েছে দু'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ২০১৮ সাল থেকে চালু হওয়া কিসানগঙ্গা আর নির্মীয়মাণ রতলে। দু'টিই জম্মু ও কাশ্মীরে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উপনদীর উপর অবস্থিত। চুক্তি স্থগিত হওয়ার ফলে ভারতের তার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়তি জল সঞ্চয়ের জন্য এই প্রকল্পগুলির আবার নতুন নকশা তৈরি করা যেতে পারে, যার তীব্র বিরোধিতা পাকিস্তান অতীতে করে এসেছে। সে ক্ষেত্রে বর্ষার মরসুমে উচ্চ অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য ভাগাভাগির কোনও দায় নেবে না ভারত। চুক্তির শর্ত হিসেবে ভারতীয় বাঁধ এবং প্রকল্পের স্থানে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের পরিদর্শনও এখন স্থগিত করা হতে পারে।

প্রশ্ন হল, ভারত কি সত্যিই সিন্ধু অববাহিকার জল আটকে রাখতে বা ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দিতে পারে, যার ফলে পাকিস্তান তার জীবনরেখা থেকে বঞ্চিত হবে? সংক্ষিপ্ত উত্তর না। উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে ভারত কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও বাঁধ এ-যাবৎ নির্মাণ করে থাকলেও, এদের কোনওটিই ওই বিপুল জল ধারণের অধিকারী নয়। তাই সিন্ধু চুক্তির স্থগিতাদেশকে পড়শি রাষ্ট্রটির উপরে মানসিক চাপ হিসেবে দেখাই ভাল।

আজকের দিন

৬ মে- নজরকাড়া ঘটনাবলী

১৫৪২ - প্রথম খ্রিস্টান মিশনারি ফ্রান্সিস খ্যাভিয়ের গোয়ায় আসেন।
১৭৩৩ - প্রথম আর্ন্তজাতিক বক্সিং ম্যাচে বব হুইটেকার টিটু ডি কার্নিকে হারায়।
১৭৫৭ - দীর্ঘ ৭ বছর প্রাগযুদ্ধ শেষে অস্ট্রীয়রা বিজয় লাভ করে।
১৭৬৩ - আমেরিকান আদিবাসী নেতা পন্টিয়াক নিউ ইয়র্কে ব্রিটিশদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
১৭৭৫ - ব্রিটিশ রাজের হাতে মহারাজ নন্দকুমার গ্রেফতার হন।
১৮৩১ - ইংরেজ ও শিখ বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে শতাধিক মুজাহিদসহ শহীদ হন।
১৮৩৫ - জেমস গর্ডন ব্যানাট বিখ্যাত নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।
১৮৪০ - ইংল্যান্ডে প্রথম ডাকটিকেট চালু হয় ।
১৮৫৭ - মঙ্গল পাণ্ডেকে সিপাহি বিপ্লবের প্রথম শহীদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
১৮৮৯ - প্যারিসের আইফেল টাওয়ার সকলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করা হয়।
১৯১০ - বাবার মৃত্যুর পর পঞ্চম জর্জ ব্রিটেনের রাজা মনোনীত হন।
১৯১১ - পিকাসোর আঁকা ৩ কোটি ডলার মূল্যমানের ছবি প্রাগ ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে চুরি হয়।
১৯৪০ - উইন্সটন চার্চিল বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

জ্ঞানবৃক্ষ

ত্যাগের ফল

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনও মনের মধ্যে এসে পৌঁছোল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয় ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে--ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব ।মুক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মুক্তি চাচ্ছি নে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে--আমরা যে ইচ্ছা করে খুশি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি--আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন--এতবড়ো জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে, মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত--সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ ।আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেইরকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ--যাকিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও--এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন ।পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না--লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কী হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কী হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে তাহলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কী হবে? পুতুল কিনবে। পুতুল কিনে কী হবে? খেলা করবে। খেলা করে কী হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়--খুশি হবে। (রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে)

পৃথিবীতে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কীভাবে?

হোয়াও মারিনহো নেতোর জন্য বরাবরের মতোই ২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহটাও সাদামাটা হওয়ার কথা ছিল। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বে আপুইয়ারেস শহরে একটি বৃদ্ধাশ্রমে গত ১০ বছর ধরে একই রকম দিন কাটছিল তার। তবে, এরমধ্যেই হঠাৎ করে খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠেন তিনি। হঠাৎ একদিন ১১২ বছর বয়সী মি. নেতোকে 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ পুরুষ' উল্লেখ করে খবর প্রকাশিত হচ্ছিলো।

যে নার্স তাকে এসব খবরের তথ্য জানান তার সঙ্গে মজার ছলে নেতো বলছিলেন, "একইসঙ্গে আমি বিশ্বের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষও।" গত ২৫ নভেম্বর ১১২ বছর বয়সে ব্রিটেনের জন টিনিসউডের মৃত্যুর পর গিনেজ ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস মি. নেতোকে সবচেয়ে প্রবীণ পুরুষের তকমা দেয়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী মানুষের খেতাবটি এখন আরেকজনের কাছে।১১৬ বছর বয়সী জাপানি নারী তোমিকো ইতুকা গত অগাস্টে নতুন এই রেকর্ড গড়েছেন।

আর আপনারা হয়তো জেনে অবাক হবেন, মি. নেতো বা মিজ. ইতুকার মতো শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীতে বিরল নয়, মানে খুব একটা কম নয়। বরং এ সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। পৃথিবীতে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা কত? জতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বে ১০০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ ৮৮ হাজার।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে শতবর্ষীদের সংখ্যা এক মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ।কিন্তু ১৯৯০ সালে শতবর্ষীদের সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভালো খাবার, জীবনযাপনের ধরনের মানোন্নয়নের কারণে মানুষের গত আয়ু বাড়ছে।

জাতিসংঘ ১৯৬২ সাল থেকে মানুষের গড় আয়ুর হিসাব রাখা শুরু করে। সেবছর যাদের জন্ম হয় তাদের গড় আয়ু ৫২ বছরের মতো ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ছয় দশক পর বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছরে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০৫০ সাল নাগাদ এটা ৭৭ বছরে পৌঁছে যেতে পারে। জাতিসংঘের হিসাবে, এখন বিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী যে পরিমাণ শিশু আছে তার চেয়ে বেশি মানুষ আছে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ।মোদ্দা কথা হলো, ১০০ বছর বাঁচা এখন আর অসম্ভব কোনো বিষয় নয়।

সবশেষ ২০২৩ সালে জাতিসংঘের এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত শতাংশ (০.০০৭%) মানুষের বয়স ১০০ বছরের ওপরে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদিও বেশিরভাগ মানুষের জন্য ১০০ বছরের ঘর ছোঁয়া কঠিন হবে। ২০২৪ সালে ফ্রান্সের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোগ্রাফিক স্টাডিসের হিসাবে, ২০২৩ সালে জন্ম নেওয়া ছেলেদের দুই শতাংশ এবং মেয়েদের পাঁচ শতাংশ বছরের হিসাবে তিন অংকের ঘরে পৌঁছাতে পারেন।

জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তবে এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষ জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক জ্যানেট লর্ড বলছেন, "বেশিদিন বাঁচা আর ভালোভাবে বাঁচা এক নয়।"

তিনি ব্যাখ্যা করছেন, যারা দীর্ঘজীবী হন তাদের মধ্যে পুরুষরা গড়ে জীবনের শেষ ১৬ বছর এবং নারীরা শেষ ১৯ বছরের মতো সময় ডায়াবেটিস, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশের মতো নানা জটিলতায় ভোগেন। শতবর্ষের ওপরে যাওয়ার রহস্য কী? ফ্রান্সের জ্যাঁ কেলমো ১৯৯৭ সালে ১২২ বছর বয়সে মারা যান।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্য রেকর্ড শুরুর পর তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ১২০ বছরের বেশি বেঁচে ছিলেন। ১০০ বছর পার করা যদি কঠিন হয়, তবে এর পরের বছরগুলো আরো বেশি কঠিন। শতবর্ষের পরের বয়সকে বলা হচ্ছে 'সুপার-সেনটেনেরিয়ান' মানে 'অতিশতবর্ষী'।

বোস্টন ইউনিভার্সিটির দীর্ঘমেয়াদি এক গবেষণায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লাখের মত মানুষের মধ্যে গড়ে কেবল একজনই অতিশতবর্ষী হয় এবং অন্তত ১১০ বছর বাঁচে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনশুমারি অনুযায়ী, ২০১০ সালে দেশটিতে ১০০ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা যেখানে ৫০ হাজারের মতো ছিল, ২০২০ সালে তা ৮০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। মানুষের বার্ধক্য নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, তাদের কাছে শতবর্ষীরা আগ্রহের জায়গা দখল করে আছেন।

অধ্যাপক লর্ড বলেন, "দীর্ঘ বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া মানুষের শরীরে আসলে ঠিক কী ঘটে এনিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরাও এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নই।" দীর্ঘজীবনের সঙ্গে সুস্থতার একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

ব্রাজিলের মি. নেতোর চোখে কম দেখা ছাড়া আর বিশেষ কোনো শারীরিক জটিলতা নেই। তার যত্নআত্তির দায়িত্বে থাকা নার্স আলেলুইয়া তেইসেইরা বিবিসিকে বলছিলেন, "তাকে কোনো ওষুধপত্র খেতে হচ্ছে না, অথচ তার বয়স ১১২!" স্বাস্থ্যকর নয় এমন জীবন পদ্ধতি অনুসরণেরও পরও যারা ১০০ পার করে ফেলেন তাদের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে।

এক সময় রাখাল হিসেবে জীবনযাপনকারী মি. নেতোর ছেলে আন্তোনিয়ো জানাচ্ছেন, মদ্যপায়ী হলেও তারা বাবার আর কোনো বদভ্যাস ছিল না। ১২২ বছরের জীবনে জ্যাঁ কেলমো ধূমপায়ী ছিলেন এবং অনেক বেশি চকলেট বার খেতেন।

দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রক্রিয়াটা কেমন? ২০১১ সালে আমেরিকান জেরিয়াট্রিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখানো হয়, ৯৫ বছর বা এর বেশি বয়সী ৪০০ জনেরও বেশি মার্কিন ইহুদির ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখো গেছে, তাদের প্রায় সবারই নানারকম বদভ্যাস ছিল।

তাদের প্রায় ৬০ শতাংশ অতিধূমপায়ী ছিলেন, তাদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক জীবনের বেশিরভা সময় স্থূলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তাদের কেবল তিন শতাংশ ছিলেন শাকাহারী। ব্যায়াম বা শরীর চর্চার অভ্যাসও ছিল না তাদের অনেকের। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটির অফ ব্রাইটনে বার্ধক্য এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ সংক্রান্ত বিদ্যা বায়োজেরোনটোলজি নিয়ে পড়ান অধ্যাপক রিচার্ড ফেরার।

তিনি বলছেন, "যারা দীর্ঘজীবন পেতে চান তাদের আমরা বলবো শতবর্ষীদের কাছ থেকে জীবনযাপনের পরামর্শ নেবেন না। সহজাতভাবেই তাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু রয়েছে। কারণ আমরা দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্য মানুষকে যা করতে বলি তার পুরোপুরি বিপরীত জীবন কাটিয়েছেন বেশিরভাগ শতবর্ষী।" বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, দীর্ঘজীবী হওয়ার সঙ্গে জিনগত বিষয় জড়িত। জীবনজুড়ে আসতে থাকা ঝড়-ঝাপটা তাদের শরীরের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি।

জিনগত কারণেই তারা অনেক বদভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাবও উৎড়ে যেতে পেরেছেন। শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করছেন, মানুষের গড় আয়ুও বাড়ছে কিনা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের গবেষকরা দাবি করেছেন, এই শতাব্দীতেই হয়তো শতবর্ষী মানুষের আয়ুষ্কাল আরো বাড়বে এবং অনেকেই ১২৫ বা ১৩০ বছর পার করে ফেলবেন।

তবে দীর্ঘজীবনের এই রহস্য ভেদ করতে এখনও আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি। লন্ডনের কিংস কলেজের এইজিং রিসার্চ বিভাগের পরিচালক ড. রিচার্ড সিয়ো মনে করেন, দীর্ঘজীবনের সঙ্গে জীবনযাপনের মানের সম্পর্কের বিষয়টি জানা খুব জরুরি।

তিনি বলছেন, "কতদিন বাঁচতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনার চেয়ে বেশি জরুরি প্রশ্ন হলো, বার্ধক্যকে আমরা কতটা বিলম্বিত করতে পারি, কত বেশি দিন ধরে আমরা সুস্থ-নিরোগ জীবনযাপন করতে পারি।এটা করা সম্ভব হলেই ভোগান্তি এড়িয়ে উপভোগের বিষয়ে পরিণত হবে দীর্ঘজীবন।" (বিবিসি)

যুদ্ধ হলে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে

[ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা নিয়ে ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ।]

ডয়চে ভেলে কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর তো নিয়ন্ত্রণ রেখায় প্রতিদিনই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে। এই সংঘাতের যৌক্তিকতা কতটুকু? আর এটা কি আরো বড় ধরনের সংঘাতের দিকে যাচ্ছে?

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ ভারত হয়তো ধরে নিয়েছিল স্পেশাল স্ট্যাটাস (কাশ্মীরের) রিমুভ করার পর একধরনের উন্নয়ন হবে। সেখানে পর্যটকদের আকর্ষণ করা এং আরো উন্নয়ন হবে বলে ভারত ধরে নিয়েছিল। ভারত মনে করেছিল বড় কোনো ধরনের ঘটনা ঘটবে না। এরকমই একটি অবস্থারই কিন্তু সুযোগ টেররিস্টরা নেয়। শুধু এই হামলাই যে হয়েছে তা নয়। আমরা যদি গত ১০ বছরের হিসাব দেখি, তাদেরই হিসাবে দেখি দুই হাজার ৫০০ টেররিস্ট অ্যাটাক হয়েছে৷ অ্যাটাকে মোট দুই হাজার মারা গেছে। কার্গিল যুদ্ধ তো আমরা আগেই জানি। ২০০৮-এর মুম্বাইর পরেও কিন্তু ২০১৯-এ পলওয়ানা অ্যাটাক হলো। ৪০ জন ভারতীয় সেনা মারা গিয়েছিলেন। মূল সমস্যা যদি থেকেই যায়, তাহলে কিন্তু এটা ঠিক ঢেকে রাখা যায় না। ওই সুযোগ টেররিস্টরা নেবেই।

মূল সমস্যা হলো একটা সময়ে তো স্পেশাল স্ট্যাটাস ছিল। সেটা রিমুভ করা হলো। সেটা যদি পুরো কাশ্মীরে একটি গণভোট করে করা হতো, তাহলেও বুঝতাম। ফলে মূল সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অনেকেই মনে করেছিলেন বড় কিছু হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় হামলা তো হলো। ওখানে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যাও অনেক সেটা মনে রাখতে হবে। তারপরও সেখানে এত বড় আকারের ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর হলো। সেটা কীভাবে হলো দেখা দরকার।

এখন তো নিয়ন্ত্রণ রেখায় প্রতিদিনই গোলাগুলি হচ্ছে৷ হুমকি-পাল্টা হুমকি। প্রস্তুতি পাল্টা প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। ওই উত্তেজনা কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে গড়াতে পারে?

বড় ধরনের যুদ্ধ হওয়ার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি এবং জনগণের যে প্রস্তুতি থাকা দরকার সেটা দুই দেশেরই নাই। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নেই। তার নিজের দেশেও কম-বেশি সন্ত্রাসী হামলা হয়ে থাকে,

বিশেষ করে বেলুচিস্তানে। ভারতীয় জনগণের মধ্যেও যুদ্ধ করার যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার, সেটা তাদের আছে বলে মনে করি না। তবে যেহেতু মিডিয়ায় বিশাল হাইপ হচ্ছে৷ রাজনীতিবিদদের মধ্যেও বিশাল হাইপ হচ্ছে। সরকারকেও কিছু একটা দেখাতে হবে। নাহলে সরকার কীভাবে ফেস করবে, তা থেকে গেল। ফলে সার্জিক্যাল অ্যাটাক একটা-দুইটা হতেও পারে৷ এখন যা হচ্ছে, তার চেয়ে আরো কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। তবে দুই দেশে বড় আকারের যে যুদ্ধ হয়, সেটা হওয়ার আপাতত কোনো লক্ষণ আমি দেখছি না।

দুই দেশই ব্যবস্থা -পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে। এটা কি দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

এটাও নতুন না। যখনই হামলা হয়েছে কী কাশ্মীরে, কী বেলুচিস্তানে- তখনই আমরা দেখেছি খুব তাড়াতাড়ি কোনো এভিডেন্স বা বড় আকারের গবেষণা ছাড়া অন্যকে দায়ী করা। এবারও তাই হয়েছে। ভারত বলছে, পাকিস্তান জড়িত, পাকিস্তান বলছে, না আমরা জড়িত নই। ব্লেম গেমের মধ্যে চলে যাচ্ছে৷ তবে যারা হামলা করেছে, তারা কিন্তু কম-বেশি পার পেয়ে যায়। সেই জায়গাটাও দেখা দরকার। সেটা ধরে যে কনফ্লিক্ট, সেটা আর কিছুদিন পর শত বছরের কনফ্লিক্টে পরিণত হবে। আমার মনে হয়, এর সমাধান দুই দেশের জনগণকেই করতে হবে। অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানে যারা ক্ষমতায় থাকেন, তারা বিষয়টাকে এমনভাবে রাজনীতিকরণ করেন যে, তাতে সমস্যার তো সমাধানও হয় না, দুই দেশের যে সম্পর্ক তাতেও কোনো পরিবর্তন হয় না।

যুদ্ধ বাধলে ভূ-রাজনীতি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এর কী প্রভাব পড়তে পারে?

যদি দুই দেশের মধ্যে বড় যুদ্ধ বেধে যায় দুই দেশের সব ফোর্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমি তো মনে করি, বড় প্রভাব পড়বে। সাপ্লাই চেইনের বিষয় আছে, নানা ধরনের সম্পর্কের বিষয় আছে। এমনকি বাংলাদেশ থেকে এয়ার রুটস, সি রুটস সবগুলোই বিঘ্নিত হবে। সেখানে বড় সমস্যা তৈরি হবে। তবে এর প্রভাব যে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় হবে, তা নয়৷ এইরকম বড় দুইটি দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বড় একটা প্রভাব পড়বে। এই কারণেই আমরা দেখছি, বেশ কিছু দেশ এগিয়ে এসেছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। একটা-দুইটা দেশ আবার মধ্যস্থতা করতে রাজি আছে। নোগোসিয়েশনে তারা পার্টনার হতে চাচ্ছে। আমি ইরানের কথা শুনেছি। দৌদি আরবের কথা শুনেছি। ওদিকে অ্যামেরিকা, চীন তারাও দুই দেশকেই ঠান্ডা হতে বলছে। ফলে বড় যুদ্ধ না হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা প্রেসার থাকবে। তবে ছোটখাটো যে একেবারেই কিছু হবে না তা এখই বলা মুশকিল।

এখানে তাহলে কি ভূ-রাজনীতির কোনো উসকানি নাই, না অন্য ধরনের খেলা থাকতে পারে?

অন্য অ্যাক্টররা জড়িত কিনা সেটা এভিডেন্স ছাড়া বলা মুশকিল। কোনো ধরনের এভিডেন্স ভারত বা পাকিস্তান কেউ সামনে নিয়ে আসতে পারেনি। তবে মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ হলে যে সবার ক্ষতি হয়, তা নয়। যদি যুদ্ধ পরিস্থিতিও তৈরি হয়, তাহলেও কিন্তু কেউ কেউ লাভ করে। কারণ, অস্ত্র বিক্রি করার একটা বিষয় চলে আসে৷ আমরা দেখলাম ভারত ফ্রান্সের সাথে একটা চুক্তি করেছে। এয়ারফোর্সের সাথে একটা চুক্তি করেছে। তাই সবার যে ক্ষতি হয়, তা নয়। তবে জনগণের একটা বড় ভূমিকা থাকে। কিন্তু বড় যে হাইপ তৈরি হয়েছে গণমাধ্যমে এবং স্যোসাল মিডিয়ায়, সেটা দুই দেশের জনগণ কীভাবে নেবে দেখার বিষয়।

হাইপ তো উঠে গেছে। সেটা শুধু দুই দেশের সংবাদমাধ্যম কেন, সারা দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমেই চলছে। দুই দেশের সামরিক শক্তির হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছে সংবাদমাধ্যমে। যুদ্ধে কে হারতে পারে, কে জিততে পারে- তার হিসাবও হচ্ছে। এটাকে কতটা হিসাবের মধ্যে আনা যাবে?

এটা নতুন না। প্রতিবারই, যতবার হয়েছে এই হিসাব হয়েছে। কার্গিল যুদ্ধে তো সামরিক শক্তির বড় ধরনের মবিলাইজেশন হয়েছিল। দুই পাশেই অনেকের হিসাবে এক মিলিয়ন ফোর্স দাঁড়িয়েছিল। এবার তবে এখনো বড় ধরনের ফোর্স মবিলাইজেশন দেখা যাচ্ছে না এখানে। সেই জন্যই বলছি, আপাতত বড় ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা করছি না।

পানি চুক্তি স্থগিত হয়েছে, আকাশ সীমা বন্ধ করা হয়েছে, ভিসা বাতিল করা হয়েছে। আবার গুজরাটে বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই ভারতীয় মুসলমান। সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

বড় আকারেরই ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষের। কারণ, দুইটি দেশই নিরাপত্তা রাষ্ট্র হিসেবে তাদের সিকিউরিটি আরো শক্তিশালী করবে। সেই নিরাপত্তা রাষ্ট্র যখন হয়, সাধারণ মানুষের কিন্তু তখন বিশাল একটা ভোগান্তি হয়। এটা থেকে কোনোভাবেই পার পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত এটা দুই দেশের জনগণের ওপরই ছেড়ে দিতে হবে। বছরের পর বছর এই অবস্থা চলছে। আন্তর্জাকিভাবে এটার সমাধান হবে না। দুই দেশের মধ্যে এই যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তা তো এক সময় শেষ হতে হবে।

চিঠিপত্র

সময়ের দাবি

এই সংবাদপত্রেই একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ছাওয়া (ছবিতে একটি দৃশ্য) ছবিটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধে শিরোনামই আভাস দেয় ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের নানা রঙের দিক। তিনি যে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে দীর্ঘ সময় রাজত্ব চালিয়ে গেলেন, তা শাসকরূপে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে। তাঁর আকবরের মতো সম্রাটরূপে সর্বজনগ্রাহ্যতার কৌশলটি আয়ত্ত ছিল না। তদুপরি পিতার উপর অবিচার আর ভ্রাতার প্রতি নৃশংসতার বোঝা ছিল তাঁর উপর। ধর্মীয় স্থান ভাঙাটা যে কোনও শাসনের দস্তুর। যেমন অন্য ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার করাটাও। আকবরের সময়েও এ রকম ঘটনা ঘটলে তা বড় করে দেখানো হয়নি। পাশাপাশি প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, ঔরঙ্গজেবের সমন্বয়ী চিন্তার কথাটাও। ৩০ শতাংশ হিন্দুকে নিয়ে চলার মনোভাবটাও কম নয়। তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তিনি ফেজ টুপি তৈরি করতেন, ধর্মীয় পুঁথি নকল করতেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল খুবই সহজ সরল। চরিত্রগত ভাবে ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠুর ছিলেন, এ কথা কখনও বলা যাবে না। কখনও কখনও মন্দির নির্মাণকে তিনি সমর্থনও করেছেন। যেমন একাধিক হিন্দু ছিলেন তাঁর সময় বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

প্রকৃত অর্থে, সময়ের দাবি মেনে এক জন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হিসেবে কী ভাবে নিজের ক্ষমতা ধরে রেখে সাম্রাজ্য অটুট রাখা যায়, তার কূটনৈতিক কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। যে সময়ে একক ব্যক্তিই সর্বময় কর্তা, না ছিল গণতন্ত্র, না ছিল নির্বাচন, না ছিল সংবিধান বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধতা, সেই সময়টাকে এখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আতশকাচের নীচে ফেলে বিচার করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত আর গ্রহণযোগ্য হবে?

তনুজ প্রামাণিক, হাওড়া

চাই নিরপেক্ষতা

কণাদ সিংহের 'শুধুই খলনায়ক?' পড়তে পড়তে মনে হল সম্রাট ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি করা এবং ভাইদের হত্যা করার মতো কিছু ক্ষেত্রে খলনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেও সাম্রাজ্যের উন্নতি এবং মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি যুগোপযোগী সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ছাওয়া সিনেমাতে ঔরঙ্গজেবের যে চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা নেতিমূলক, একপেশে এবং অনেকটাই বিভ্রান্তিকর, যার কারণে দেশের বেশ কিছু জায়গায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, যা কখনও কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে সিনেমা বিনোদনের জন্য। বক্স অফিসের প্রয়োজনে এবং মোটা টাকা মুনাফার জন্য পরিচালকেরা মাঝেমধ্যেই ইতিহাসকে দুমড়েমুচড়ে ভেঙে নিজের মতো করে ইতিহাস লেখেন এবং ঘটনাক্রম সাজান। সেখানে দেশের প্রকৃত ইতিহাস হারিয়ে যায়। কবি শঙ্খ ঘোষের 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতার ভাষা অনুসরণ করে বলা যায়; 'আমাদের ইতিহাস নেই/ অথবা এমনই ইতিহাস।'

সুতরাং, ধর্মের কারণে তিনি কখনও খলনায়ক হয়েছেন, আবার কখনও অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়ে এবং রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন।

বিশ্বরূপ দাস,
ইছলাবাদ, পূর্ব বর্ধমান

যন্ত্র-মেধা

স্বাগতম দাসের 'কী ভাবব, বলবে এআই' (২৫-৩) প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। যা কিছু নতুন, তার মধ্যেই থাকে বৃহৎ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর এই সম্ভাবনা নিয়েই যন্ত্রমেধার জগৎ হয়ে উঠেছে আমাদের এক কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নলোক। কিন্তু যদি গুগল, মেটা, বা ওপেনএআই-এর মতো স্বল্প কিছু বহুজাতিক সংস্থা সেই স্বপ্নলোকের নিয়ন্ত্রক হয়, তা হলে সেখানে বিপদের সম্ভাবনা বহুমাত্রিক। এই সংস্থাগুলির মালিকরা চাইলেই আমাদের ভাবনাচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাদের হাতেই বন্দি থাকবে আমাদের 'চিন্তা করার ক্ষমতা'। আমরা কতটুকু জানব, কী নিয়ে ভাবনাচিন্তা করব, আর কী বিশ্বাস করব; সব কিছু তারাই ঠিক করে দেবে। কারণ যে কোনও জটিল যন্ত্র-মেধা তন্ত্রের আউটপুট নির্ভর করে তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলার নেপথ্যে কে বা কারা ছিলেন, তার উপরে। আর সেই নেপথ্যের কারিগররা হলেন প্রযুক্তি জগতের দানব-সদৃশ কোনও সংস্থা এবং সেই সংস্থার মালিকপক্ষ। সুতরাং, আমরা কী ভাবব, তার রিমোট কন্ট্রোল যদি এই সব সংস্থার কুক্ষিগত হয়, তা হলে এক দিন আমাদের অবস্থা হবে হীরক রাজার দেশে ছবির যন্তর মন্তর ঘর থেকে বেরোনো প্রজাদের মতো। ভয়টা সেখানেই। অন্য দিকে, কৃত্রিম মেধার সাহায্য পেলে স্বৈরাচারী শাসকদের দৌরাত্ম্য কলেবরে আরও বৃদ্ধি পাবে।

মানব ক্লোনিং-এর বিপজ্জনক দিক অনুভব করে যেমন মানব ক্লোনিং গবেষণায় রাশ টানা হয়েছিল, তেমনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে আধিপত্যবাদের হাত থেকে বাঁচাতে বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়োজন আছে। তাই পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক সরকার ও সাধারণ মানুষের উচিত এই বিষয়ে সতর্ক থাকা। না হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

অজয় ভট্টাচার্য,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

মহাকাশের ম্যাপ তৈরি করছে নাসার নতুন টেলিস্কোপ

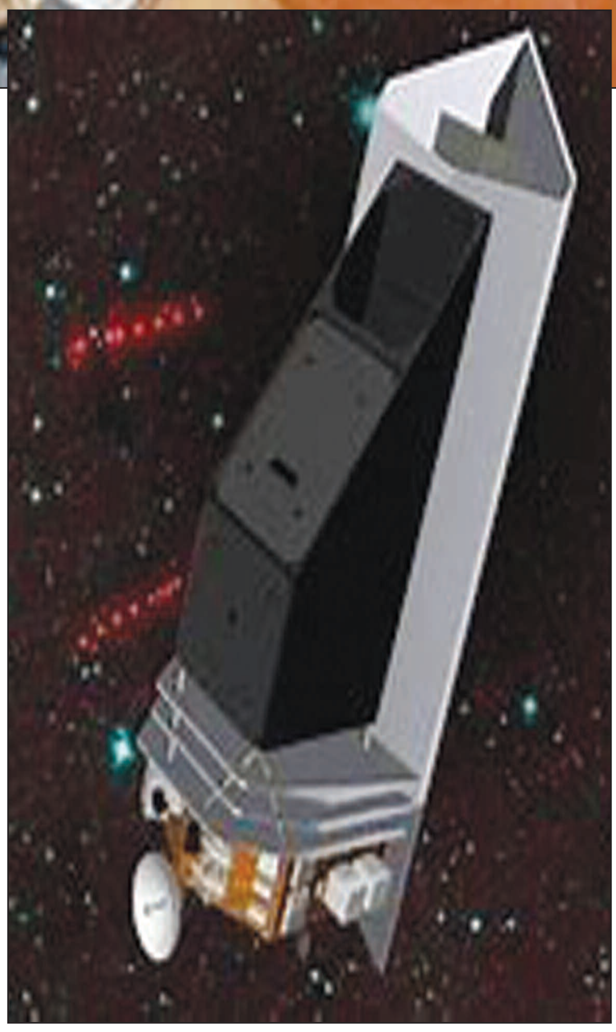

সম্পূর্ণ মহাকাশের ত্রিমাত্রিক ম্যাপ তৈরি করছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। এজন্য ব্যবহৃত হচ্ছে স্পিয়ারএক্স টেলিস্কোপ। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে গত ১ মে থেকে টেলিস্কোপটি মহাকাশের ছবি তোলা শুরু করেছে। টেলিস্কোপটি আগামী দুই বছর প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার ৬০০টি করে ছবি তুলবে। এই সময়ের মধ্যে অন্তত ২৬ লাখ ২৮ হাজার ছবি তুলতে পারবে টেলিস্কোপটি। এভাবে বিশাল মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সি ও মহাকাশীয় বস্তুর ছবি তুলে বানানো হবে ত্রিমাত্রিক ম্যাপ।

বর্তমানে টেলিস্কোপটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে। স্পিয়ারএক্স টেলিস্কোপটি আমাদের গ্রহের চারপাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরতে থাকবে। প্রতিদিন প্রায় ১৪.৫ বার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে। ঘোরার সময় আকাশের একটা নির্দিষ্ট অংশের অংশের ছবি নেবে। এতে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই স্পিয়ারএক্স পুরো মহাকাশের অন্তত একবার ছবি তুলতে পারবে।

তবে প্রতিটি ছবিই আসলে ৬টি আলাদা ডিটেক্টর দিয়ে তোলা আলোর ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ছবি মিলিয়ে বানানো এক্সপোজার। এই ডিটেক্টরগুলো আলোর বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ছয়টি ছবির সেটকে একসঙ্গে বলা হয় এক এক্সপোজার। স্পিয়ারএক্স প্রতিদিন প্রায় ৬০০টি এমন এক্সপোজার তৈরি করবে। প্রতিটি এক্সপোজারের পর স্পিয়ারএক্সের অবস্থান একটু পরিবর্তন হবে। তবে এর জন্য রকেটের মতো কোনো থ্রাস্টার ব্যবহার করতে হবে না। স্পিনিং রিঅ্যাকশন হুইল নামে একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে টেলিস্কোপটি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

এর আগেও কোবে (COBE) প্রকল্পে পুরো মহাকাশের মানচিত্র তৈরি করেছে। কিন্তু সেগুলোতে এতগুলো রঙের বর্ণালি বা কালার স্পেকট্রাম ছিল না। নতুন এই টেলিস্কোপে তা আছে। স্পেকট্রোস্কোপি নামে একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে এই টেলিস্কোপটি ১০২টি ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলোকে ভাগ করবে। আমাদের চোখ অবশ্য সেগুলো দেখতে পায় না। ফলে স্পিয়ারএক্স আরও ভালোভাবে একটা ত্রিমাত্রিক ম্যাপ তৈরি করতে পারবে। এতে সব দিকের গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বও জানা যাবে। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্বে যত গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে, তাদের সম্মিলিত আলোও মাপতে পারবে এটি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে টেলিস্কোপটি মহাজাগতিক বস্তুর উপাদান সম্পর্কেও ধারণা পাবে। কোথাও পানির অণু আছে কি না, এমনকি প্রাণের সম্ভাব্য উপাদান আছে কি না, তাও খোঁজা যাবে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এই মিশনের আরও বড় গুরুত্ব চোখে পড়বে। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের মুহূর্তগুলো সম্পর্কেও জানা যাবে। মানে বিগ ব্যাংয়ের পর সেই প্রথম সেকেন্ডের কয়েক লাখ কোটি ভাগের একভাগ অংশে ঠিক কি হয়েছিল, তা জানা যাবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সেই সময় মহাজাগতিক স্ফীতি (কসমিক ইনফ্লেশন) মহাবিশ্বকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ প্রসারিত করেছিল।

স্পিয়ারএক্স দলের সদস্যরা এই মিশন সম্পর্কে বেশ আশাবাদী। এই দলের প্রধান গবেষক জেমি বক বলেন, 'যন্ত্রটা আমাদের প্রত্যাশার মতোই কাজ করছে। অর্থাৎ, আমরা যে দুর্দান্ত সব কাজের পরিকল্পনা করেছিলাম, সেগুলো করতে পারব। হয়তো কিছু অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারও হবে এই মিশনে'।

পৃথিবীর সব মশা মেরে ফেললে লাভ না ক্ষতি?

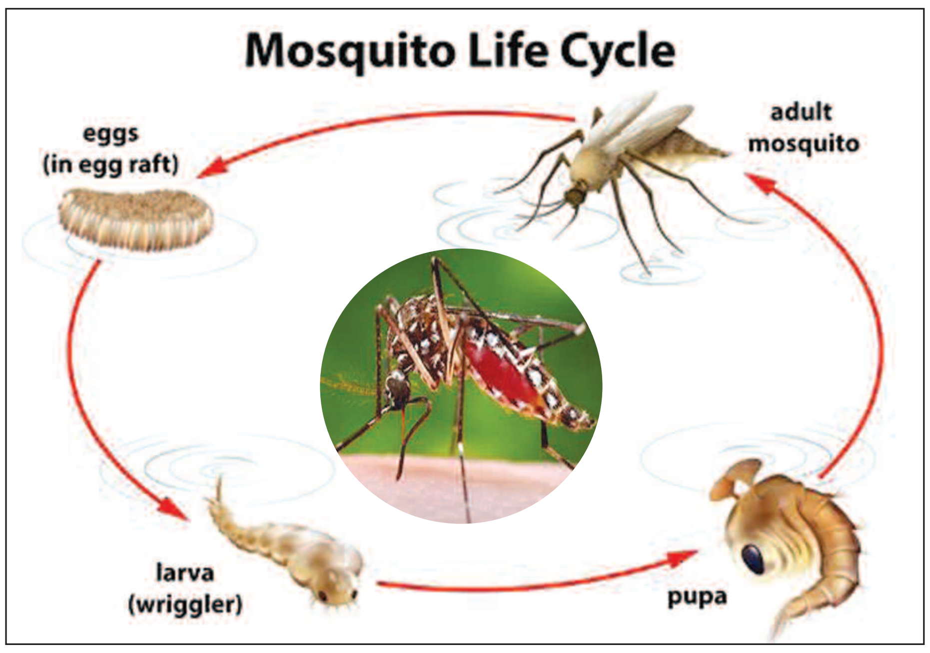

পৃথিবী থেকে সব মশা যদি মেরে-কেটে সাফ করে ফেলা যেত! মশার বংশ যদি নির্বংশ করা যেত! আহা! তাহলে পৃথিবীটা না জানি কত সুন্দর হতো! স্বর্গ এসে দাঁড়াত তখন আমাদের দুয়ারে! তাই না?কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন, জীববিজ্ঞানীরা বলছেন ঠিক উল্টো কথা। আমাদের পরিবেশ-প্রকৃতির জন্য মশাও দরকারি। তাঁদের ভাষ্যমতে, মশাহীন পৃথিবী কল্পনায় অনেক সুন্দর হলেও বাস্তবে তা নয়। বরং মশা না থাকলে পৃথিবীর অনেক ক্ষতি হতো। হয়তো ভাবছেন, তা কেন?

প্রথমত, আমাদের গ্রহের বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের জন্য সব জীবই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এতে মশার ভূমিকাও ফেলনা নয়। জীববিজ্ঞানীদের হিসেবে, পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশা রয়েছে। তবে সব মশা মানুষ বা জীবজন্তুর রক্ত খায় না। জ্বালাতনও করে না। কিছু মশা স্রেফ গাছ বা ফলের রস, ফুলের মধু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। আবার এদের মধ্যে সব মশা নয়, মাত্র ৪০০ প্রজাতি ম্যালেরিয়ার মতো ভয়ংকর কিছু রোগের জীবাণু বহন করে। এরাই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিদেহে ছড়িয়ে দেয় জীবাণুগুলো।

জীববিজ্ঞানীরা বলেন, তা সত্ত্বেও খাদ্যশৃঙ্খলে মশাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কিছু মাছ, পাখি, বাদুড়, ব্যাঙসহ আরও কিছু প্রাণী মশাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন মশার লার্ভা খায় মাছের মতো কিছু জলজ প্রাণী। আর পূর্ণবয়স্ক মশা খায় পাখি, বাদুড়, ফড়িং, মাকড়শার মতো প্রাণীরা। এভাবে এসব প্রাণী নিজের ক্ষুধা মেটায়, প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। তাই মশা যদি না থাকত, তাহলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ত। তাতে অনেক প্রজাতির মাছ, পাখি, বাদুড় ও ব্যাঙ হয় পুষ্টিহীনতায় ভুগত, নয়ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত।

দ্বিতীয়ত, কিছু গাছের পরাগায়নে মশার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর মধ্যে রয়েছে অর্কিডসহ আরও কিছু ফুল। এসব ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মশারা এক ফুলের পরাগরেণু আরেক ফুলে ছড়িয়ে দেয়। ফলে এসব গাছের বংশ রক্ষা হয়। এভাবে এসব গাছের প্রজাতি যুগের পর যুগ টিকে আছে বহাল তবিয়তে। তাই মশা না থাকলে এসব গাছ হয়তো অনেক আগেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত। এভাবে বাস্তুতন্ত্র এবং খাদ্যশৃঙ্খলে ভূমিকা রেখে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখছে মশারা।

শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না কেন?

স্কুলে আমরা কিছু সহজ গাণিতিক নিয়ম শিখি। যেমন, দুটি ঋণাত্মক সংখ্যা গুণ করলে সবসময় ধনাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায়, মানে -২×-২=৪। যেকোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়েই ভাগ করলে সবসময় মান হয় ১, অর্থাৎ ২ ÷ ২ গু ১। আবার কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে হয় শূন্য। যেমন, ২×০ = ০। এর সঙ্গে হয়তো আরও একটা নিয়ম শিখে থাকবে। কোনো সংখ্যাকেই শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না। প্রশ্ন হলো, কেন শূন্য দিয়ে ভাগ করা যাবে না। জোর করে যদি শূন্য দিয়ে ভাগ করি, তাহলে কী সমস্যা হবে?

শূন্য দিয়ে ভাগ করা কেন যায় না, তার একটা বাস্তব উদাহরণ দিই প্রথমে। ধরো, তুমি আর তোমার বাবা-মায়ের জন্য একটা পিৎজা অর্ডার করলে। পিৎজাটাতে ১২টা স্লাইস আছে। আর তোমরা মোট তিনজন। তাহলে তোমরা প্রত্যেকে কয়টা করে স্লাইস পাবে? নিশ্চয়ই বলবে ৪টা স্লাইস। একদম ঠিক বলেছ! ভাগ এভাবেই কাজ করে।

এবার ধরো, তোমার মা আজ পিৎজা খাবেন না। মানে তোমাকে আর তোমার বাবাকেই খেতে হবে। তাহলে এখন দুজনে খেলে মোট কয়টা স্লাইস করে ভাগে পাবে? ১২-কে ২ দিয়ে ভাগ করলে হবে ৬, মানে তোমরা প্রত্যেকে ছয়টা স্লাইস করে ভাগে পাবে।

এখন ভাবো, পিৎজার বারোটা স্লাইস যদি শূন্য জন মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলা হয়, তাহলে প্রত্যেকে কয়টা করে স্লাইস পাবে? যদি তুমি অবাক হয়ে মাথা চুলকাও, তাহলে এই দলে তুমি একা নও। বাঘা বাঘা গণিতবিদরাও এই সাধারণ প্রশ্নে মাথা চুলকান। কারণ, শূন্য জন লোকের মধ্যে পিৎজা ভাগ করা অসম্ভব। শূন্য দিয়ে ভাগ করার কোনো উপায় নেই। মানে এই কথার কোনো মানে নেই!

সহজ ব্যাখ্যায় 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি'

আলবার্ট আইনস্টাইন; পদার্থবিজ্ঞানের চিরায়ত প্রবাহধারাকে পরিবর্তন করে দেয়া এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, অথচ এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম শুনেননি, এমনটি হতেই পারে না। শুধু বিজ্ঞান কেন, যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিই আইনস্টাইনকে চেনেন বলে আমার ধারণা। নামটি শুনলেই মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে উঠে E=mc2 সূত্রটি। মনের কোণে উঁকি দেয় আপেক্ষিকতার ধারণা।

'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' দুইটি অংশে বিভক্ত। একটি হলো স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি যা ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এবং অপরটি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, এটি ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

'স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' নামটি থেকেই স্পষ্ট হয় এই থিওরিটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কী সেই বিশেষ ক্ষেত্র? এটা র জন্য জানতে হবে 'ইনারশিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স ' সম্পর্কে। নামটি একটু জটিল শোনালেও এর বিশেষত্ব খুবই সাধারণ একটি ধারণা। আগেই বলেছি আমরা কল্পনার সাগরে এখন ডুবে আছি। সুতরাং, আমরা যা খুশি কল্পনা করতে পারি। ধরে নিন, আপনার একটি মোটর সাইকেল আছে। আপনি সেটা স্টার্ট দিয়ে চলা শুরু করলেন। আপনি যেহেতু নিরাপদে চালাবেন এই জন্য আপনার গতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার S30 km/hV রাখবেন। স্টার্ট দেয়ার সাথে সাথে কি আপনি এই গতি অর্জন করতে পারবেন? নাকি কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে? নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ সময় লাগবে ৩০ km/h গতি অর্জনের জন্য। ধরি, এইজন্য সময় লাগল ১০ সেকেন্ড। সুতরাং, এটা নিশ্চিত আপনি ওই ১০ সেকেন্ডের পুরো সময় আপনার গতি শূন্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে বৃদ্ধি করে ৩০ km/h এ পৌঁছেছেন। অর্থাৎ, ঐ ১০ সেকেন্ডে আপনার গতি একই ছিল না, প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন আপনার গতি ৩০ km/h এ পৌঁছালো, তারপর আপনি এই গতিই ধরে রাখলেন পরবর্তী সময়ে। অর্থাৎ আপনি সমগতিতে চলছেন। এখন মনে হতে পারে এত সাধারণ কথা এতক্ষণ ধরে বলার কি আছে? আপনি কি জানেন আপনি ইতোমধ্যে ইনারশিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স সম্পর্কে বুঝে গেছেন? অবাক হলেন? হ্যাঁ, ঠিক তাই। যে সকল বস্তু সমগতিতে চলে তারাই ইনারশিয়াল ফ্রেম। আর যদি ওই ফ্রেমকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করার জন্য ব্যবহার করি তাহলেই সেটা ইনারশিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। আর একটু স্পষ্ট করা যাক।

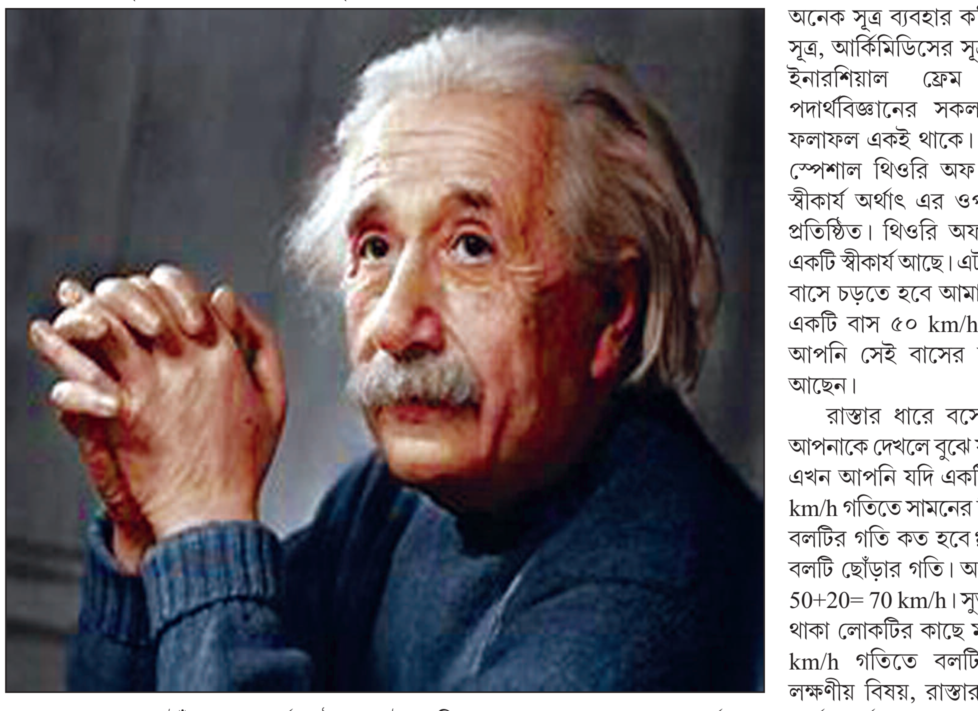

আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সূত্র ব্যবহার করি, যেমনঃ নিউটনের সূত্র, আর্কিমিডিসের সূত্র প্রভৃতি। যে কোনো ইনারশিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সে পদার্থবিজ্ঞানের সকল সূত্রের প্রয়োগ ও ফলাফল একই থাকে। এটাই আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রথম স্বীকার্য অর্থাৎ এর ওপর ভিত্তি করেই সূত্র প্রতিষ্ঠিত। থিওরি অফ রিলেটিভিটির আর একটি স্বীকার্য আছে। এটা বুঝতে হলে কিছুক্ষণ বাসে চড়তে হবে আমাদের। মনে করে নিন, একটি বাস ৫০ km/h গতিতে চলছে এবং আপনি সেই বাসের জানালার ধারে বসে আছেন।

রাস্তার ধারে বসে থাকা একটি লোক আপনাকে দেখলে বুঝে যাবে আপনি গতিশীল। এখন আপনি যদি একটি ক্রিকেট বলকে ২০ km/h গতিতে সামনের দিকে ছুড়ে দেন তাহলে বলটির গতি কত হবে? নিশ্চয়ই বাসের গতি বলটি ছোঁড়ার গতি। অর্থাৎ বলটির গতি হবে 50+20= 70 km/h। সুতরাং রাস্তার ধারে বসে থাকা লোকটির কাছে মনে হবে, আপনি ৭০ km/h গতিতে বলটি ছুঁড়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়, রাস্তার ধারের ওই লোকটি অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের কাছে বলের গতি, বাসের গতি ও বল ছোঁড়ার গতির মিলিত যোগফল হিসেবে দেখা গেছে।

জার্মানির হর্স্ট রোবটের কথা, অবাক করা তথ্য

জার্মানিতে বিভিন্ন কারখানায় রোবটের ব্যবহার বাড়ছে। রোবট তৈরিতে এশিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। তবে জার্মানিতে তৈরি রোবটও কিনছে অনেক কোম্পানি। জার্মানির ফ্রুটকোর রোবটিক্স কোম্পানির তৈরি হর্স্ট রোবট কিনছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কোম্পানি। হর্স্টের নির্মাতা ইয়েন্স রিগার। কলেজের কিছু বন্ধুর সহায়তায় তিনি তার প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটটি তৈরি করেছিলেন।

তিনি বলেন, "সেই সময় আমার বাবা-মা আমাদের একটি সফ্টওয়্যার লাইসেন্স কেনার জন্য ১০ হাজার ইউরো ধার দিয়েছিলেন, কারণ আমাদের কাছে ডিজাইন করার মতো কোনো কিছু ছিল না। ওটা ছিল আমাদের শুরু, এরপর লড়াই করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি।"

বর্তমানে তার কোম্পানি 'ফ্রুটকোর রোবোটিক্স'এ প্রায় ১০০ জন কাজ করছেন। দক্ষিণ জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টে রোবটগুলি তৈরি করা হয়। আগে সেখানে একটি টিভি তৈরির কারখানা ছিল। রোবোটিক জয়েন্টগুলি তৈরি করতে অনেক সময় লেগেছিল। ফ্রুটকোরের উদ্ভাবন রোবটিক আর্মকে সমানভাবে শক্তি শোষণ করতে সাহায্য করে-এমনকি ক্রমাগত অপারেশনের সময়ও। এটি মেশিনকে আরও টেকসই করে তোলে বলে জানান প্রকৌশলীরা। ছয় বছরের গ্যারান্টি দেন তারা।

নিজেদের তৈরি সফটওয়্যার দিয়ে হর্স্টকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রোবটের মানের উন্নতি ধরে রাখার জন্য কোম্পানিটির একাধিকবার বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়েছে - এবং প্রায়ই তা ১৫ মিলিয়ন ইউরোর বেশি ছিল। রোবোটিক্সে চীনের শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ফ্রুটকোর কোম্পানি ইচ্ছে করেই চীনা বিনিয়োগকারীদের ছাড়াই কাজটি করেছে। এশিয়ার দিক থেকে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টে তৈরি এই রোবটগুলি কিনছে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কোম্পানিগুলি।

সুইজারল্যান্ডে শ্রম খরচ জার্মানির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি। তাই ধাতবশিল্প কোম্পানি সাইফা টেক অটোমেশনে গেছে। রোবট কেনার খরচ দ্রুতই উঠে আসে। কারখানাটি হাইড্রোলিক উপাদান তৈরি করে। প্রায়ই অল্প সময়ে হাজার হাজার উপাদান তৈরি করতে হয়। হর্স্ট রোবটের কারণে এই ক্ষুদ্র কোম্পানিটি প্রতিযোগিতায় এখনও টিকে আছে, এবং এখন বড় অর্ডার নিতে পারে, কারণ, রোবট চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে। সাইফা টেক এর কর্মী টানিটা এসপোসিতো জানান, "আগে, যন্ত্রটি লোড-আনলোড করার জন্য কাউকে না কাউকে এখানে সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এখন রোবট সেই কাজটি করে। তাই আমরা অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে পারি - অথবা অন্য কাজ করতে পারি। আমাদের আর সারাদিন ধরে একই কাজ করতে হয় না।" এখন তার কাছে তৈরি হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখার সময় আছে। আর সেখানে কাজ করাও তার কাছে আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।জার্মানিতে ফেরা যাক। কর্মীদের জন্য কাজ আরও সহজ করতে হর্স্টের প্রকৌশলীরা রোবটটির জন্য একটি ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম তৈরি করছেন।

উদ্বেগের মোকাবিলা কীভাবে করবেন?

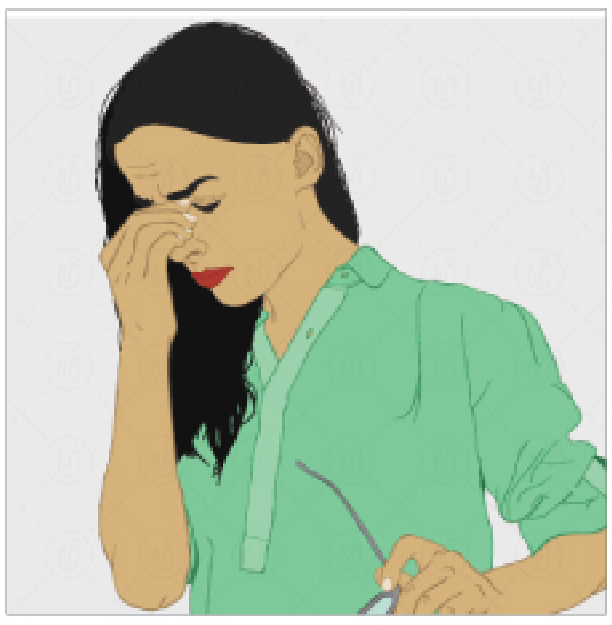

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানুষের সবচেয়ে মৌলিক অনুভূতিগুলোর একটি উদ্বেগ। হুমকি বা চ্যালেঞ্জিং কোনো পরিস্থিতিতে উদ্বেগ একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।সম্ভাব্য বিপদের জন্য প্রস্তুত করতে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হওয়া জীবনের স্বাভাবিক অংশ। তবে উদ্বেগ অতিরিক্ত, দীর্ঘস্থায়ী, অনিয়ন্ত্রিত বা বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় অতিরঞ্জিত হয়ে গেলে তা সমস্যা তৈরি করতে পারে।বিশেষ করে যারা অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্বেগের শিকার— তাদের সাহায্য করার জন্য হলেও বিষয়টি সম্পর্কে জানা দরকার। উদ্বেগ কত রকমভাবে প্রকাশ পায় তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগ হলো ভয়, শঙ্কা ও অস্থিরতার একটি অনুভূতি। বিপদের পূর্বাভাস থেকে যে অনিশ্চয়তা, উত্তেজনা বা আশঙ্কা- সেভাবেও এটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায়।আমাদের নিজস্ব চিন্তা বা আশপাশের ঘটনা থেকেও উদ্বেগ তৈরি হতে পারে।মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করা ফুওং লে যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন। বিবিসিকে তিনি বলেন, "উদ্বেগ এতটাই তীব্র হতে পারে যে অনেকে একে শারীরিক ব্যথার মতো অনুভব করেন। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগ হলো ভয়, শঙ্কা ও অস্থিরতার একটি অনুভূতি। বিপদের পূর্বাভাস থেকে যে অনিশ্চয়তা, উত্তেজনা বা আশঙ্কা- সেভাবেও এটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

এর থেকে স্বস্তি পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি বোঝা যায় তাদের মধ্যে। "তবে উদ্বেগের মাত্রা মৃদু হলে এটার বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ উপকারী হতে পারে।এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সেক্ষেত্রে এটি বিপদের প্রতি সচেতনতা বাড়ায় এবং প্রস্তুতি ও মনোযোগে সহায়তা করে।তবে ভবিষ্যতের ঘটনা নিয়ে যদি অতিরিক্ত বা অযৌক্তিক পরিমাণে ভয় কাজ করে আর তা স্বাভাবিক কাজের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে, তবে এটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির ইঙ্গিত হতে পারে। উদ্বেগের কারণে প্রায়ই মাথাব্যথা ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা দেখা দিতে পারে। এর ফলে শরীর নিজেই নিজের স্বাস্থ্যকর টিস্যু এবং অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত করে জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। বিষণ্ণতার মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিও বাড়ায় উদ্বেগ।মোটাদাগে, উদ্বেগ জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ আত্মহত্যার ঝুঁকিও বাড়াতে পারে।

চিন্তার জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের পরিকল্পনা অনেককে সারাদিন উদ্বেগে ভোগার হাত থেকে রক্ষা করে।

এছাড়াও কখন উদ্বেগ অনুভব হচ্ছে, কী কারণে হচ্ছে তা লিখে রাখলে নিজের দুর্বলতা বুঝতে সহজ হয়।

বিশ্বাসযোগ্য ও আস্থা করার মতো বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সাথে মন খুলে কথা বললে বা কোনো হেল্পলাইনে যোগাযোগ করলে মানসিক ভার হালকা হতে পারে। অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া অন্য মানুষদের সঙ্গে আলাপ নিরাপদ বোধ করাতে পারে।পছন্দের বা শখের কাজ করাও উদ্বেগ কমাতে সহায়ক হতে পারে।

বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন? এই কাজগুলো করুন

বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়াটা দূর থেকে অনেক বেশি ঝামেলার মনে হলেও কিছু কৌশল খাটিয়ে চললে এটি তেমন কোনো বিষয়ই নয়। বরং ঝক্কির চেয়ে আনন্দটাই বেশি হবে।শিশুদেরকে যদি কম বয়স থেকেই বিভিন্ন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করে তোলা যায়, তবে সেটি তাদের জন্য ভালো। নতুন ও ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করিয়ে নেওয়ার অভ্যাস করিয়ে নিলে দেখা যাবে বাচ্চারাও আপনার সঙ্গে ঘোরাঘুরিটা উপভোগ করছে।ঘোরাঘুরির জন্য ঠিকঠাক গন্তব্য বেছে নেওয়াটা জরুরি। বাচ্চার বয়স যদি মোটামুটি মতামত নেওয়ার মতো হয়, তবে গন্তব্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তার যৌক্তিক মতামতও নিন। এতে করে তারাও আগে থেকে জানতে পারবে যে আসন্ন সফরে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাচ্চাদেরকে রাখলে তারা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং ভয়ও পাবে না।এমন সব জায়গা বেছে নিন, যেখানে বাচ্চাদের খেলার সুযোগ আছে, যেমন পুল, প্লেগ্রাউন্ড, খোলা মাঠ ইত্যাদি। আপনি আগে গিয়েছেন, এমন নিরাপদ স্থানগুলোতেও তাদের নিয়ে যেতে পারেন। এতে করে হারিয়ে যাওয়ার ভয় কম থাকবে, আর আপনার নিজের আনন্দেও ভাটা পড়বে না।যাত্রা যদি বেশ দীর্ঘ হয়, তবে অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য বিনোদনের কিছু ব্যবস্থা হাতের কাছেই রাখুন। কালারিং বুক, পাজল বা পছন্দের কার্টুন ডাউনলোড করে নিন আগে থেকে। এমনিতে স্ক্রিনটাইমে নজর রাখলেও এ সময়টায় একটু ঢিল দিলে বাচ্চার মন-মেজাজ ভালো থাকবে। পরে ঘোরাঘুরির সময়েও ঝামেলা কমবে।এছাড়া

কখনো কোনো পরিকল্পনা ছুট করে বদলে গেলে বা কোনো বাধা-বিপত্তি এলে মাথা ঠান্ডা রাখুন। কারণ আপনি অস্থির হলে বাচ্চারাও অশান্ত হয়ে উঠবে।

নন-স্টিক প্যান কতটা ক্ষতিকর? বিকল্প কী?

রান্নার জন্য ননস্টিক প্যান অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে ননস্টিক প্যান ব্যবহারের কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। ননস্টিক প্যান কীভাবে ব্যবহার করা উচিত এবং এর বিকল্প হিসেবে কী ব্যবহার করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে জেনে নিন । ডা. হাসান মোস্তফা বলেন, আমরা রান্নার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাত্র বা প্যান ব্যবহার করি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের হলো ননস্টিক পাত্র। কারণ এগুলো সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং রান্নায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম তেল খরচ হয়।ননস্টিক প্যানের ওপর একটি প্রলেপ থাকে যা খাবারকে প্যানে আটকে রাখে না। এতে সাধারণত পলিটেট্রাফ্লুরোথাইলিন (পিটিএফই) দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, যা টেফলন নামেও পরিচিত। এ কারণেই ননস্টিক পাত্র তেল ও পানিরোধী হয়ে ওঠে।পিটিএফই একটি সিনথেটিক রাসায়নিক, যা সহজে ক্ষয় হয় না এবং উপাদানটি মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য বেশ ক্ষতিকর। উচ্চতাপে পিটিএফই খাবারের সঙ্গে মিশে যায় যা মানবদেহে থাইরয়েড হরমোনজনিত রোগ, বন্ধ্যাত্ব, শ্বাসকষ্ট, কিডনি ও লিভারের দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী ক্ষতি, এমনকি ক্যানসারেরও কারণ হতে পারে। ডা. হাসান মোস্তফা বলেন, পিটিএফইযুক্ত প্যান থেকে সৃষ্ট সমস্যার কারণে বাজারে নতুন কিছু পলিটেট্রাফ্লুরোথাইলিন মুক্ত বা পিটিএফইমুক্ত প্যান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলো পিটিএফই প্যানের মতোই সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং তেল ও পানিরোধী হয়ে থাকে অর্থাৎ ননস্টিক প্যানের তৈরি হওয়ায় খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরের ক্ষতি করে না বা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। এছাড়া আমাদের ব পি য়

পিটিএফইযুক্ত প্যান থেকে সৃষ্ট সমস্যার কারণে বাজারে নতুন কিছু পলিটেট্রাফ্লুরোথাইলিন মুক্ত বা পিটিএফইমুক্ত প্যান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলো পিটিএফই প্যানের মতোই সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং তেল ও পানিরোধী হয়ে থাকে অর্থাৎ ননস্টিক প্যানের সকল গুণই থাকে কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যবহার উপযোগী, স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব।

সাধারণত যে স্টেইনলেস স্টিলের ফ্রাইং প্যান ব্যবহার করা হয়, তাও উচ্চ তাপমাত্রায় রান্নার জন্য বেশ উপযোগী এবং স্বাস্থ্যকর।

সকল গুণই থাকে কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যবহার উপযোগী, স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব। এসব প্যানের প্রধান সুবিধা হলো, এতে কোনো বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে না। এর মধ্যে সিরামিক ফ্রাইং প্যান, কাস্ট আয়রন ফ্রাইং প্যান এবং কার্বন স্টিল ফ্রাইং প্যান ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই প্যানগুলো সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদানে

মুখে দুর্গন্ধ? রেহাই দেবে কিছু সহজ উপায়

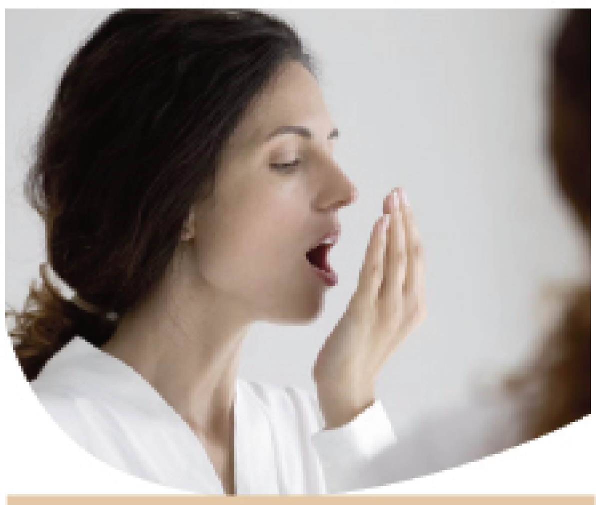

মুখে দুর্গন্ধের সমস্যা অনেকেরই আছে। মুখ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মনে হলে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগেন অনেকে। স্পষ্ট করে বলার সাহসও তখন পান না। বন্ধুদের আড্ডায় মুখ খুলতে চান না। মুখের দুর্গন্ধের অন্যতম কারণ অপরিচ্ছন্নতা। প্রত্যেকের মুখেই প্রচুর জীবাণু রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে এই জীবাণুগুলো থেকেই হতে পারে সংক্রমণ আর তা থেকে দুর্গন্ধ।দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পেতে রোজ দুই বেলা ব্রাশ করা আবশ্যক।

প্রতিবারের জন্য সময় বরাদ্দ রাখুন দুই মিনিট। জীবাণুরোধী টুথপেস্ট বেছে নিন। সকালে ও রাতে খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করতে হবে। মৃদু চাপ দিয়ে ব্রাশ করুন। কর্মক্ষেত্রে কিংবা ব্যাগে একটি মাউথওয়াশের বোতল রাখুন। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার পরিষ্কার করতে ডেন্টাল ফ্লসের সাহায্য নিন, দিনে অন্তত একবার দাঁতের ফাঁক থেকে এসব ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।

সারা দিনে একবার জিবও পরিষ্কার করে ফেলুন। কিছু কিছু টুথব্রাশের সঙ্গে জিব পরিষ্কার করার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।

মাস তিনেকের বেশি কোনো টুথব্রাশই ব্যবহার করবেন না। নকল দাঁত ব্যবহার করলে সেটিও নিয়মমাফিক পরিষ্কার করতে হবে। রাতে খুলে রাখতে হবে।

প্রত্যেকের মুখেই প্রচুর জীবাণু রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে এই জীবাণুগুলো থেকেই হতে পারে সংক্রমণ আর তা থেকে দুর্গন্ধ।

দাঁত বা মাড়ির কোনো সমস্যা থাকলে দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কিছু রোগ এবং কিছু ওষুধের কারণেও মুখ থেকে গন্ধ আসতে পারে। ফুসফুস বা শ্বাসনালির সংক্রমণ এসব রোগের মধ্যে অন্যতম। নানা রকম প্রচেষ্টার পরও মুখের দুর্গন্ধ না কমলে কিংবা কফ-কাশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিশুদের আরএসভি থেকে বাঁচাতে

রেসপিরেটরি সিনসিশিয়াল ভাইরাস (আরএসভি) একটি অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাস যা শিশুদের মধ্যে গুরুতর শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার কারণ হতে পারে। প্রতি তিনজনের মধ্যে দুইজন শিশু তাদের জীবনের প্রথম বছরে রেসপিরেটরী সিনসিশিয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় সব শিশুরই দু'বছর বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি । শিশুদের মধ্যে ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসযন্ত্রের অতি জটিল রোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে আরএসভি সবচেয়ে সাধারণ কারণ।

২০১৯ সালে, বিশ্বব্যাপী তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের সমস্যার প্রায় ৩৩ মিলিয়ন ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং এদের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ২৬ হাজার ৩০০ জন শিশুর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।ভারতে একটি অভিনব ওষুধ, বেফোর্টাস (নিরসেভিমাব) চালু করার জন্য ড. রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড চুক্তিবদ্ধ হল সানোফি হেলথকেয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে। নবজাতকদের ক্ষেত্রে তাদের শ্বাস প্রশ্বাস সিনসাইশিয়ালে ভাইরাস শ্বাসযন্ত্রের অতি জটিল রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয় বেফোর্টাস। এটি ২৪ মাস পর্যন্ত বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়, যারা পরবর্তীকালেও গুরুতর আরএসভি রোগের ঝুঁকিতে থাকে।

সন্তানকে বই পড়ান, সে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবে

শিশুর হাতে স্মার্টফোনের বদলে বই তুলে দেওয়ার অভ্যাস আজকের যুগে একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম—এটি শুধু ভাষার দক্ষতা বাড়ায় না, জীবনবোধও তৈরি করে। আসুন জেনে নিই, সন্তানকে বই পড়ানো কেন ভালো এবং কীভাবে এই অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।মানুষ ভাষা তৈরি করেছে অন্যের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে। মনের ভাব কথা হয়ে প্রকাশ পায়। মনে কত যে ভাব তৈরি হয়, গুনে শেষ করা যায় না। মানুষ যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সৃজনশীল এক প্রাণী। তার মেজাজ-মর্জির বৈচিত্র্য যেমন, তেমনি তা প্রকাশের ভাষাও বিচিত্র। যে-ই লিপি তৈরি করেছে, অমনি শুরু হলো সাহিত্যের সৃষ্টি। এখন ভাষা জানার অর্থ হলো লিখে ও শুনে বুঝতে তো পারতেই হবে, আবার অন্যের লেখা পড়েও বুঝতে হবে, নিজের লেখা এমনভাবে লিখতে হবে যেন পড়ে অন্যেও বোঝে। তাই ভাষা ভালো করে রপ্ত না করে উপায় নেই।মাতৃভাষাই আগে শিখতে হবে। জন্মের পর থেকেই তো কথা শিখি, বলি ও শুনি। এভাবে কথাবার্তা বলা ও শোনা অর্থাৎ বলে বোঝানো আর শুনে বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এখন বহুকাল হলো মানবসমাজ লেখার মাধ্যমে ভাব-বার্তা তথ্য-বিনিময় করেই চলেছে। তাই লেখা পড়া এবং পড়ে বোঝার দক্ষতা সবারই আয়ত্ত করতে হয়।পড়া থাকলেও ছোটবেলার বই বলে সরিয়ে না রেখে বাংলা ভাষার জাদুকরি শক্তির স্বাদ নিতে পড়ো। আবার পড়ো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ ২য় ভাগ, ছেলেবেলা, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র। এগুলো পড়লে সহজ বাংলায়ও কত ভাব, কত ছবি, কত রং, কত সুর ফুটিয়ে তোলা যায়, তার সুন্দর সুন্দর নজির পাবে। আরেকবার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের ঠাকু'মার ঝুলি পড়তে ভুলো না (সাধুভাষায় হলেও কী যে বাঙ্ময় প্রকাশ), তাকে উপেক্ষা করো না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তত ক্ষীরের পুতুল, নালক, শকুন্তলা পড়লে ভাষা কীভাবে কল্পনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তৈরি করে, তার দেখা পাবে। এই সঙ্গে চেনা চরিত্রের নানা ঘটনায় জমাটি গল্প পড়তেও ভুলো না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা এবং সেই সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর গোবর্ধন-হর্ষবর্ধনদের নিয়ে গল্পগুলো পড়তে পার। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা ও শঙ্কু সিরিজেও ঝরঝরে গতিশীল বাংলা ভাষার দৃষ্টান্ত পাবে। মজার গল্প পাবে সাজেদুল করিমের চিংড়ি ফড়িঙের জন্মদিনে বইতে।

পহেলগামের বদলা পরিকল্পনায় অত্যন্ত গোপন বৈঠকে মোদী-প্রতিরক্ষা সচিবের

পহেলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয় এক কাশ্মীরি সহ ২৫ পর্যটকের। এই ঘটনায় উঠে আসে পাকিস্তানের সক্রিয় যোগের তথ্য। এই ঘটনায় পাকিস্তানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর ভারতের তরফে শুরু হয় যোগ্য জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি। প্রথমে পাকিস্তানিদের দেশ ফেরৎ পাঠানোর নির্দেশ, পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসা বন্ধ পাশাপাশি সিন্ধু চুক্তি ভঙ্গ। ভারত-পাক সীমান্তে শুরু হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহড়া। যা দেখে আতঙ্কিত পাকিস্তান রসদ মজুত করতে শুরু করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। পহেলগাম কাণ্ডের শাস্তি কীভাবে পাকিস্তানকে দেওয়া যায় তা নিয়ে একের পর এক ম্যারাথন বৈঠক চলছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তিন বাহিনীর মধ্যে। এই আবহে সোমবার দেশের প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংয়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন নরেন্দ্র মোদী।

যদিও এই বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণই গোপন রাখা হবে বলে খবর। এর আগে পাকিস্তানকে ভাতে মারতে আমদানি-রফতানি থেকে শুরু করে জাহাজ, আকাশসীমা সব বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। এদিকে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। যার জেরে পাকিস্তানের জমি শুকিয়ে যেতে চলেছে। কৃষিকাজ ব্যাহত হতে পারে এর জেরে। সেখানে খরা দেখা দিলে পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। জানিয়ে রাখি এর আগে গত ৪ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করেন ভারতের বিমান বাহিনী প্রধান এপি সিং। পাহেলগাম জঙ্গি হামলায় বদলা নিতে দৃঢ় সংকল্প ভারত।

ঘটনার পর থেকেই দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদী বারংবার নিজের বিভিন্ন ভাষণে বলছেন, 'দোষীদের সাজা দেওয়া হবেই'। রবিবার এক বক্তৃতায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও বলেন, 'ধৈর্য ধরুন, সবাই যার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেটা হবে।' উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আগেই তিন বাহিনীর প্রধানদের একাধিক বৈঠক হয়েছে, ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীকে সামরিক পদক্ষেপের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর ৩ মে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠীর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছিলেন মোদী। সেই বৈঠকের ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে বৈঠক করেন মোদী। আর এদিন প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে করলেন বৈঠক। এর আগে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর সাথেও দেখা করেছিলেন তিনি।

এদিকে ভারত সামরিক দিক থেকে নিজেকে আরও শক্তিশালী করতে অস্ত্র-শস্ত্র কেনার তোড়জোড় শুরু করেছে। সেই পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে একটি টেন্ডার জারি করে ২০ মে ২০২৫ এর মধ্যে ৪৮টি লঞ্চার, ৪৮টি নাইট ভিশন ডিভাইস, ৮৫টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১টি ক্ষেপণাস্ত্র কেনার দিন ধার্য করেছে কেন্দ্র। বিশেষ বিষয় হল, এই ক্রয় সম্পূর্ণরূপে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-এর আওতায় করা হচ্ছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা খুব কম দূরত্বে শত্রুপক্ষের বিমান বা ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম হবে।

জেলমুক্তির পর ফের জেল, নতুন মামলায় ফের গ্রেফতার চিন্ময় কৃষ্ণ দাস

মুক্তির আলো বেশি দিন স্থায়ী হল না চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জীবনে। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় মাসের পর মাস জেলবন্দি থাকার পর হাইকোর্টের রায়ে কিছুদিন আগেই জামিনে মুক্ত হয়েছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রগতিশীল হিন্দু সন্ন্যাসী ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। কিন্তু সেই আশার আলো ম্লান হয়ে গেল আজ সোমবার চট্টগ্রামের নিম্ন আদালতের নির্দেশে, যেখানে তাঁকে আবারও গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আরেক মামলায় — চট্টগ্রামের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম হত্যা মামলা।এই মামলার সূত্রপাত ২০২৩ সালের ২৬ নভেম্বরের ঘটনার পর থেকে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সেদিনই গ্রেফতার হন চিন্ময় দাস। কিন্তু তাঁর জামিনের শুনানিকে ঘিরে চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে ঘটে যায় নজিরবিহীন অশান্তি, যেখানে প্রাণ হারান তরুণ আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ এবং আহত হন অন্তত ২০ জন। এ নিয়ে মামলা চলছিল, কিন্তু এতদিন চিন্ময় কৃষ্ণকে সেই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি। অবশেষে আজ পুলিশি আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক নির্দেশ দেন, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করতে হবে আইনজীবী হত্যাকাণ্ডের মামলাতেও।বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টি নিছক আইনগত নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংক্ষোভ। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাঁর বক্তৃতা, সোশ্যাল মিডিয়া কার্যক্রম এবং হিন্দু সমাজের পক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াস অনেকের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল আগেই।বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই গ্রেফতারের নিন্দা জানানো হয়েছে। তাঁরা বলছেন, "চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে তাঁকে নিশ্চুপ করার চেষ্টা হচ্ছে। এ যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত।"বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ আন্তর্জাতিক বহু সংস্থার নজরও এখন চিন্ময় কৃষ্ণের মামলার দিকে। তাঁরা মনে করছেন, এটি একটি 'টেস্ট কেস', যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কণ্ঠরোধের কৌশল হিসেবে রাষ্ট্র আইনের অপব্যবহার করছে কি না, তা বোঝা যাবে এই ঘটনার পরিণতি থেকেই।একদিকে জামিন পেয়ে মুক্তির পথ খুলছিল, অন্যদিকে নতুন মামলা তাঁকে আবারও টেনে নিল কারাকুঠুরিতে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস এখন এক প্রতীক মতপ্রকাশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে যাঁর লড়াই জড়িয়ে আছে হাজারো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। এই মামলা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায়, সেটাই এখন দেখার।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ পাকিস্তান, সোমবার রুদ্ধদ্বার বৈঠক নিরাপত্তা পরিষদের

পহেলগামের হত্যাকাণ্ড থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে পাকিস্তান। শুরু করেছে নানা কৌশল। এমনকি ভারতকে আটকাতে পরমাণু হুমকি পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাতে যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করা কঠিন তা বুঝতে পেরে এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের (ইউএনও) নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসছে পাকিস্তান। সোমবার রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে বসছে ইউএনও-পাকিস্তান। সূত্র বলছে এই বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য ভারত-পাকিস্তান সংঘাত। বর্তমানে উত্তেজনার যে পরিস্থিতি দু'দেশের মধ্যে শুরু হয়েছে তা যেন যুদ্ধ পর্যন্ত না গড়ায় তা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ।

শেহবাজ শরীফ সরকারের মন্ত্রীরা পরমাণু বোমা নিক্ষেপের হুমকি দিলেও পরে ভারতের ভয়ে যুদ্ধ এড়াতে বৈঠকের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আর্জি জানায় পাকিস্তান। কারণ পাকিস্তান খুব ভালোমত জানে তার দেশের আর্থিক অবস্থা কতটা বিপর্যস্ত।

পহেলগামের হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের জড়িত থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার পর ভারত সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করেছে। স্থগিত করেছে সিমলা চুক্তি। আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলি যাতে 'জঙ্গি রাষ্ট্র' পাকিস্তানকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে সে চেষ্টাও শুরু করেছে নয়াদিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা। শনিবার থেকে বন্ধ করা হয়েছে বাণিজ্য। ফলে পাকিস্তান আর্থিকভাবেও চরম সংকটে পড়েছে। জল চুক্তি বাতিল হওয়ায় চাষ ও পানীয় জলের সংকটের মুখে পড়েছে দেশটি। এবার তাই নিজেকে এই হত্যাকাণ্ড থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চাইছে সে।

হাসনাত আবদুল্লাহর গাড়িতে হামলা, ৭০ জনকে আটক বাংলাদেশে

গাজীপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর গাড়িতে হামলার ঘটনায় পুলিশ অন্তত ৫৪ জনকে আটক করেছে। রোববার (৪ মে) সন্ধ্যায় গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে এসে হাসনাতের গাড়িতে পেছন থেকে হামলা চালায়, এতে গাড়ির গ্লাস ভেঙে যায় এবং হাসনাত আবদুল্লাহ হাতে আঘাত পান। হামলার পর তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) ক্যাম্পাসে আশ্রয় নেন এবং পরে পুলিশি সহায়তায় ঢাকায় ফিরে যান।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম খান জানান, আটক ব্যক্তিদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী। তিনি বলেন, "যে সরকারকে তাঁরা বিদায় করেছেন, সেই সরকারের লোকজনই এই হামলার সঙ্গে জড়িত। তারা নানা ইস্যু তৈরি করার জন্য এই হামলা করেছে"। হামলার ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের হয়নি, তবে পুলিশ জানিয়েছে, আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ ও যাচাই-বাছাই চলছে, এবং হামলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনার পর গাজীপুর মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় রাতভর অভিযান চালিয়ে পুলিশ অন্তত ৭০ জনকে আটক করেছে।

পহেলগাম হামলায় নিহত নৌসেনার স্ত্রী অনলাইন হয়রানির শিকার, পাশে দাঁড়াল জাতীয় মহিলা কমিশন

পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন সদ্যবিবাহিতা হিমাংশী নারওয়ালের স্বামী তথা নৌ সেনা অফিসার বিনয় নারওয়াল। শোকাহত তরুণীর ছবি দেখেছে সমগ্র দেশ তথা বিশ্ব। ঘটনার আকস্মিকতায় যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন হিমাংশী। এই পরিস্থিতিতেও সবার কাছে তাঁর আর্জি ছিল, 'আপনারা ওর (বিনয়) জন্য প্রার্থনা করুন। আমি একটা বিষয় বলতে চাই, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াবেন না। কাশ্মিরী এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটি করা হচ্ছে। আমরা শুধু শান্তি চাই।' গত বৃহস্পতিবার এই আর্জি জানান তিনি। তাঁর এই মন্তব্য সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনায় বিদ্ধ হন সদ্য স্বামীহারা হিমাংশী। এই পরিস্থিতিতে হিমাংশীর পাশে দাঁড়িয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। জাতীয় মহিলা কমিশন বলেছে, কোনও মহিলাকে তাঁর আদর্শগত অভিব্যক্তি বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য হয়রানি করা ঠিক নয়।

হিমাংশী আরও বলেন, 'যারা এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের শাস্তি চাই।' স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী, পহেলগামে হামলার পর হিমাংশী নারওয়ালের এই ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। বিয়ের মাত্র ছ'দিনের মাথায় জঙ্গিদের গুলিতে স্বামীকে হারান তিনি। হিমাংশীর মন্তব্যের পরই তাঁকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেন নেটিজেনদের একাংশ। এই নিয়ে এবার সরব হয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। সমাজ মাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামের হামলায় দেশের নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল, যাঁকে ধর্ম জিজ্ঞেস করে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এই হামলার ঘটনায় গোটা দেশ ক্ষুব্ধ।'

জাতীয় মহিলা কমিশন বলেছে, 'বিনয় নারওয়ালের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হিমাংশী নারওয়ালের একটি মন্তব্যের কারণে তাঁকে সমাজ মাধ্যমে যেভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। একজন মহিলাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তিতে ট্রোল করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।' কমিশন আরও লিখেছে, 'জাতীয় মহিলা কমিশন প্রত্যেক মহিলার সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে কোনও ধরণের মতবিরোধ শালীনতা এবং সাংবিধানিক সীমার মধ্যে হওয়া উচিৎ।' কমিশন স্বীকার করেছে যে, যদিও এর মন্তব্যগুলি অনেকের কাছে অনুরণিত হয়নি, তবুও নাগরিকদের আরও সংবেদনশীল থাকা উচিত।

২২ এপ্রিল, মঙ্গলবার কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের উপর গুলি চালায় জঙ্গিরা। লস্কর-ই-তৈবার স্থানীয় শাখা 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। পহেলগামে ২৬ জন নিহত পর্যটকদের মধ্যেই একজন বিনয়। ইউরোপে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও ভিসা না মেলায় হানিমুনে কাশ্মীর পাড়ি দিয়েছিলেন সদ্যবিবাহিত দম্পতি।কিন্তু মর্মান্তিক এই ঘটনার পর স্ত্রীকে নিয়ে একসঙ্গে আর ফিরতে পারেননি বিনয় নারওয়াল।

দুই বছর আগেই ভারতীয় নৌসেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন বিনয়। বিয়ে ও নিজের জন্মদিনের জন্য ৪০ দিনের ছুটি নিয়েছিলেন তিনি। গত ১৬ এপ্রিল বিয়ে হয় তাঁদের। এরপরই হানিমুনের জন্য কাশ্মীর গিয়েছিলেন নববিবাহিত দম্পতি।

বৈসরন উপত্যকায় হামলার পর থেকেই বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে একটি ভিডিওতে হিমাংশীকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা ভেলপুরী খাচ্ছিলাম। একজন এসে আমার স্বামীকে প্রশ্ন করে সে মুসলিম কিনা। উত্তরে বিনয় যখন না বলে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।'

জাতীয় মহিলা কমিশন বলেছে, সন্ত্রাসবাদের জন্য দেশ 'ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ'। তবে হিমাংশী নারওয়ালের বিরুদ্ধে সংযমের আহ্বান জানিয়েছে কমিশন।কমিশন নাগরিকদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে 'প্রতিটি মহিলার মর্যাদা ও সম্মান মূল্যবান', এমনকি জাতীয় শোকের সময়ও গঠনমূলক ও সম্মানজনক হওয়া উচিত।

দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অসমে গ্রেপ্তার ৪২

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গিহানার ঘটনার পর গোটা দেশ যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বদলের আগুনে পুড়ছে ঠিক সেই সময় পাকিস্তানের সমর্থনেও বেশ মানুষকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতে দেখা গিয়েছিল। ভারতের মাটিতে বসে পাকিস্তানের জন্য সেই পোস্টের অপরাধে অসমের বিভিন্ন স্থান থেকে ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অসমের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ৪২ জনের গ্রেপ্তারির খবরটি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, 'ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন' এটি দেশদ্রোহিতা। এই অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তা করা হয়েছে। প্রয়োজনে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) অধীনেও।

গত ২২ এপ্রিল দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগামেরয়ে বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, ওই ঘটনার পরেই সমাজমাধ্যমে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লিখে পোস্ট করেছিলেন ধৃত ব্যক্তিরা। সেই পোস্ট দেখার পর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় অসম পুলিসকে। তিন দিনের মধ্যে ১১ জন অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পরের ১১ দিনে একে একে আরও ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে ধৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪২-এ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন বিরোধী দল এআইইউডিএফের বিধায়ক আমিনুল ইসলামও। নিজের এক্স হ্যান্ডলে হিমন্ত লেখেন, "ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন করা বিশ্বাসঘাতকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৪২ জন দেশদ্রোহীকে জেলে ভরা হয়েছে ইতিমধ্যেই।"

পুঞ্চে জঙ্গি ঘাঁটি থেকে উদ্ধার আইইডি ও কমিউনিকেশন ডিভাইস

জম্মু, ৫ মে— পহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে লাগাতার তল্লাশিতে বড়োসড়ো সাফল্য সেনার। সোমবার পুঞ্চ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমানে আইইডি। সেনা সূত্রে খবর এই আইইডি রাখা ছিল টিফিন বক্সের মধ্যে। এর সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে কমিউনিকেশন ডিভাইস ও সন্দেহভাজন বেশ কিছু জিনিস।

সেনা সূত্রে খবর, এদিন পুঞ্চ জেলার সুরানকোটের জঙ্গলঘেরা এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। সেই অভিযানের সময় উদ্ধার হওয়া সেখানে উদ্ধার হয় পাঁচটি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেরমধ্যে তিনটি রাখা ছিল টিফিন বক্সে এবং দুটি ছিল স্টিলের বালতিতে। সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে একাধিক কমিউনিকেশন ডিভাইস এবং আরও বেশ কিছু সন্দেহজনক বস্তু। এইসব মজুত করে রাখা হয়েছিল একটি গোপন জঙ্গি ঘাঁটিতে।

আইইডিগুলো কারা রেখেছিল ওখানে, কী উদ্দেশে রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে বড় কোনও নাশকতার ছক কষেই এই বিস্ফোরকগুলো সেখানে রাখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল, অনন্তনাগ জেলার পহেলগামের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র বৈসরনে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ২৬ জনের প্রাণ নেয় জঙ্গিরা। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সকলেই তীব্র ভাষায় ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। জঙ্গিদের খুঁজে বের করে মারার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় সন্দেহভাজন জঙ্গি ঘাঁটিতে হানা দেওয়া হচ্ছে অভিযানের অংশ হিসেবে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের আশ্রয়স্থল। আটক করা হয়েছে বহু জঙ্গি-সহযোগীকে। লাগাতার চলছে তল্লাশি অভিযান।

এবার বিদেশি সিনেমায় ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর ঘোষণা ট্রাম্পের

দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম কাজ ছিল অন্যের উপর একের পর এক শুল্কের বোঝা চাপানো। সেই তালিকায় ফের শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সমৃদ্ধ আমেরিকা গড়ার সংকল্প ঘোষণা করেছেন তাতে নবতম সংযোজন সিনেমা শিল্পের পুনরুজ্জীবন। এবার আমেরিকায় চলচ্চিত্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দোহাই দিয়ে আমেরিকায় অন্য দেশের সিনেমা প্রবেশের আগে ১০০ শতাংশ হারে শুল্কের ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

ট্রাম্পের এই নির্দেশিকায় কার্যত মাথায় হাত পড়েছে অন্যান্য বিদেশি প্রযোজনা সংস্থাগুলির। কারণ, তাদের প্রযোজিত সিনেমা আমেরিকায় মুক্তি পেলে ১০০ শতাংশ কর দিতে হলে আর্থিকভাবে যে বিপুল লোকসানের শিকার হতে হবে তাতে লাটে উঠবে ব্যবসা। একই সমস্যার মুখে বলিউডও। এখানকার বহু সিনেমা আমেরিকা-সহ বিদেশের নানা জায়গায় মুক্তি পায়। তা থেকে ভালো মুনাফাও হয়। কিন্তু এবার ট্রাম্পের শুল্ক-কাঁটায় তা আটকে যাবে।

সোমবার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর সমাজমাধ্যমে পোস্টে লিখেছেন, মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্প ধুঁকছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে গোটা হলিউড। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাড়তি অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং পরিচালকদের নিজেদের দেশে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে। সেই সিনেমা আমেরিকার বাজার থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বলেছি, বিদেশি সিনেমার উপরও একশো শতাংশ শুল্ক চাপানো হোক।

জানা গিয়েছে, যে সব দেশের সিনেমা আমেরিকার বাজারে বিপুল ব্যবসা করছে তাতে উপরের দিকে আছে দক্ষিণ কোরিয়ার ছবি, আছে বলিউড এবং দক্ষিণ ভারতে তৈরি ছবিও। আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা নিয়মিত বলিউডের সিনেমা দেখেন। কিছু অভিনেতার ছবি মার্কিনিদেরও পছন্দ। মার্কিনিদের মধ্যে এখনও থিয়েটার হলে গিয়ে সিনেমা দেখার প্রবণতা আছে। ফলে সিনেমা শিল্প যথেষ্ট উন্নত। শুল্ক ঘোষণার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বিদেশ সিনেমার জন্য আমেরিকার দরজা বন্ধ করছি না। তবে দেশের আর্থিক ক্ষতি করে ভিন দেশের সিনেমাকে সুযোগ দেবেন না।

বিপাকে মোহনবাগান, নতুন রিক্রুটে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

সুপার কাপের সেমিফাইনালে গোয়ার কাছে হেরে গেলেও মেরিনার্স শিবির থেকে বসন্ত এখনও চলে যায়নি। আইএসএল লিগ-শিল্ডের পাশাপাশি আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস । এদিকে ক্লাবের নির্বাচনও আসন্ন। সেই নিয়ে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এর মধ্যেই কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ প্রবেশ করল গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে। তবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই নিয়ে ভাবতে নারাজ। ক্লাব এখন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত।সোমবার সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা সোমবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, মোহনবাগান ক্লাবের উপর নতুন ফুটবলার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এআইএফএফ এই বিবৃতি তাদের অনুমোদিত সকল সংস্থার কাছেই পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফিফার নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিবৃতি জারি করেছেন এআইএফএফ-এর সহ-সাধারণ সম্পাদক এম সত্যনারায়ণ। এই বিষয়ে মোহনবাগান ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, জেসন কামিন্সের ব্যাপারে কাগজপত্তর জমা দেওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেটি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই মোহনবাগান কর্তারা ক্ষতিপূরণও দিয়ে দিয়েছে। সেই নিয়ে ফিফাকে তারা চিঠিও পাঠিয়েছে। তাই বিষয়টিকে অতটা গুরুত্ব দিতে নারাজ ক্লাব কর্তৃপক্ষ।মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, "আমি এখন এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছি না। কারণ সামনে নির্বাচন। তবে আমরা ফিফাকে সবটাই ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েছি। বিষয়টি তেমন জটিল নয়, আমরা আশাবাদী দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করাতে পারব ফুটবলারদের।"

গাভাসকরকে 'বোকা' বলে বেনজির আক্রমণ প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ সুনীল গাভাসকর। এমনকী এশিয়া কাপ থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও করেছিলেন তিনি। এবার পাল্টা এল বর্ডারের ওপার থেকে। ভারতীয় কিংবদন্তির বক্তব্যকে রীতিমতো 'বোকার মতো' বলে তোপ দাগলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটাররা চলতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দু'দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে গাভাসকর বলেছিলেন, "যা ঘটছে তাতে যদি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ভেঙে যায়, তবে মোটেও অবাক হব না। যদি দুই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির থাকে, তবে দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন।" সোজা কথায় পাকিস্তানকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে রাখার কোনও দরকার নেই।তাতেই বেজায় ক্ষেপেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। গাভাসকরকে লক্ষ্য করে একের পর এক তোপ দেগেছেন তাঁরা। যেমন মিঁয়াদাদ বলেছেন, "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না সানি ভাই এটা বলেছেন। উনি সম্মানীয় ব্যক্তি, মাটির মানুষ। উনি তো সব সময় রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন।" একই বক্তব্য প্রাক্তন পাক স্পিনার ইকবাল কাসিমের। তিনি বলেন, "গাভাসকর দুই দেশেই সম্মান পান। রাজনীতির সঙ্গে খেলাকে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়।"কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তো সেই কথা বলছে না। গাভাসকর মূলত সেটা নিয়েই সোচ্চার হয়েছেন। যা নিয়ে বাসিত আলি সব সীমা ছাড়ালেন। গাভাসকরের মন্তব্যকে 'বোকার মতো' বলে তাঁর বক্তব্য, "আগে তদন্ত হোক। ক্রিকেট সব সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে।" কিন্তু দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার উপরে নিশ্চয়ই নয়। গাভাসকর কিন্তু সেটার কথাই বলছেন।

পরের বারের জন্য দল গোছাচ্ছে হায়দরাবাদ

আইপিএলের প্লে-অফ থেকে বিদায় নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। একই পথে সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। খাতায়-কলমে টিকে থাকলেও বাস্তব বলছে, প্লে-অফে উঠতে পারবে না গত বারের রানার্স দল। এই পরিস্থিতিতে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের পথেই এগোচ্ছে হায়দরাবাদ। দল গোছাতে শুরু করেছে তারা। আগামী মরসুমের কথা ভেবে এখন থেকেই নতুন ক্রিকেটার দলে নিচ্ছে তারা। রঞ্জি ট্রফিতে রেকর্ড গড়া অলরাউন্ডার হর্ষ দুবেকে নিয়েছে হায়দরাবাদ।হায়দরাবাদের বিদেশি স্পিনার অ্যাডাম জ়াম্পা এ বার মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলেছেন। তার পরেই চোট পান তিনি। জ়াম্পার বদলে স্মরণ রবিচন্দ্রনকে নেয় হায়দরাবাদ। তিনিও চোট পেয়েছেন। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে হর্ষকে। ৩০ লক্ষ টাকায় তাঁকে নিয়েছে হায়দরাবাদ।ঘরোয়া ক্রিকেটে বিদর্ভের হয়ে খেলেন হর্ষ। এখনও পর্যন্ত ১৬টি টি-টোয়েন্টি, ২০টি লিস্ট এ (ঘরোয়া এক দিনের ম্যাচ) এবং ১৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। নিয়েছেন ১২৭টি উইকেট। করেছেন ৯৪১ রান। এ বারের রঞ্জি ট্রফিতে রেকর্ড গড়েছেন হর্ষ। রঞ্জির এক মরসুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ১০টি ম্যাচে ৬৯টি উইকেট নিয়েছেন হর্ষ। ইনিংসে সাত বার পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন। দু'বার নিয়েছেন ১০ বা তার বেশি উইকেট। বিদর্ভকে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন হর্ষ।সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ছয় ম্যাচে চারটি উইকেট নিয়েছেন হর্ষ। ওভারপ্রতি ৭.৫০ রান দিয়েছেন তিনি, যা টি-টোয়েন্টিতে বেশ ভাল। হর্ষের ব্যাটের হাতও মন্দ নয়। প্রথম শ্রেণি ও লিস্ট এ ধরলে ন'টি অর্ধশতরান করেছেন তিনি। এই রকম এক ক্রিকেটারকে দলে নিয়ে হায়দরাবাদ বুঝিয়ে দিয়েছে, পরের বারের পরিকল্পনা এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে তারা।

দায়িত্ব থেকেও সরানো হতে পারে বুমরাহকে

আইপিএলের পর টিম ইন্ডিয়া যাবে ইংল্যান্ড সফরে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন সার্কেলের শুরুও হবে এই সিরিজ থেকে। তবে, তার আগে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। জানা গিয়েছে, পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজে সহ-অধিনায়ক রাখা হচ্ছে না জশপ্রীত বুমরাহকে। এমনকী তিনি নাকি ইংল্যান্ড সফরের সব ম্যাচ খেলবেন না।অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের সহ-অধিনায়ক ছিলেন বুমরাহ। সেই সিরিজে দু'টি ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন ভারতের ফাস্ট বোলিং বিভাগের হেড। সেই বুমরাহকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বোর্ড।বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, "আমরা এমন একজন ক্রিকেটার চাই, যে পাঁচটি টেস্টই খেলতে পারবে। এমনই কাউকে সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বুমরাহ পাঁচটা টেস্ট খেলবে না। ওকে না সরালে বারবার সহ-অধিনায়ক বদলাতে হবে। তেমনটা চাইছি না। অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়ক সিরিজের সমস্ত টেস্ট খেললে দলেরই সুবিধা।"মনে করা হচ্ছে, নির্বাচকরা সহ-অধিনায়ক হিসেবে এমন একজনকে চাইছেন, যাঁকে ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এমন পরিস্থিতিতে দু'জনের নাম উঠে আসছে। শুভমন গিল এবং ঋষভ পন্থ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গিলের সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। আইপিএলেও অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন।

তাই তাঁর দিকেই পাল্লা ভারী বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। অন্যদিকে, একেবারেই ছন্দে নেই পন্থ। ইংল্যান্ড সফরে আদৌ জায়গা পাবেন কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া যশস্বী জয়সওয়ালের নাম আলোচনায় থাকলেও, তাঁর বয়স অনেকটাই কম। তবে, ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হিসেবে দেখা যাবে রোহিত শর্মাকেই। কিন্তু, বিসিসিআই আধিকারিকের কথায় কিছুটা চিন্তায় থাকবেন তিনি। কারণ, বুমরাহ সব ম্যাচে না খেললে ভারতের বোলিং বিভাগ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে।

অফে উঠতে মরিয়া বরুণ

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে রোমহর্ষক যুদ্ধ জিতে প্লে অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখা। টানা দু'টো ম্যাচে জয়। অবশ্য কেকেআরের (KKR) যা পরিস্থিতি, তাতে সব ম্যাচই এখন নকআউট। বরুণ সেটা বলেও গেলেন। কেকেআরের রহস্য স্পিনার বলছিলেন, "আমাদের কাছে সব ম্যাচই এখন নকআউট। প্লে অফে যেতে গেলে বাকি তিনটে ম্যাচে জেতা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। অবশ্যই এই জয় আমাদের মোমেন্টাম দেবে। বিশ্বাস দেবে যে আমরাও পারি।"

একটা সময় অবশ্য মনে হচ্ছিল, কেকেআর অতি সহজে ম্যাচ বের করে নেবে। রিয়ান পরাগের ইনিংসটাই নাইট ডাগআউট শঙ্কার বাতাবরণ বয়ে নিয়ে আসে। মইন আলিকে এক ওভারে পাঁচটা ছয় মারেন রিয়ান। পরের ওভারে বরুণের প্রথমে বলে আর একটা। সব মিলিয়ে টানা ৬ বলে ছয় ৬। বরুণ

বলছিলেন, "রিয়ান খুব ভালো প্লেয়ার। খুব ভালো ব্যাট করছিল। আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংসে এটা। তবে আমরা চাইছিলাম, ওকে দ্রুত ফেরাতে।"

জয়ের সঙ্গে কেকেআরের আরও প্রাপ্তি আন্দ্রে রাসেলের ছন্দে ফেরা। রাসেলকে পরে ব্যাট করতে নামানো নিয়ে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছিল। এদিন যখন রাসেল নামলেন, তখন সাত ওভারের বেশি বাকি। তাঁর ২৫ বলে অপরাজিত ৫৭ রানের ইনিংসে প্রমাণ করে দিয়ে গেল, রাসেল এখনও ফুরিয়ে যাননি। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকাকে বলতে শোনা যায়, "বয়স শুধুই সংখ্যা মাত্র।" যা নিয়ে বরুণ বললেন, "আমার সঙ্গে ওর যা কথা হয়েছে, তাতে আরও দু'টো-তিনটে আইপিএল খেলতে চায়। কেউ যদি ফিট হয়, টিমের জন্য পারফর্ম করে, তাহলে বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়।"

কেকেআর যখন ঘরের মাঠে জিতে আশা বাঁচিয়ে রাখল, তখন রাজস্থান শিবির জুড়ে শুধুই অন্ধকার। প্লে অফের আশা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাহুল দ্রাবিড়ের টিম চাইছিল, বাকি ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবলে কিছুটা সম্মানজনক অবস্থায় শেষ করতে। কিন্তু রবিবারের ইডেনে হারই সঙ্গী হল রিয়ানদের। হতাশ ইংল্যান্ড ফুটবল টিমের প্রাক্তন কোচ গ্যারেথ সাউথগেটও। রাজস্থানের আগের ম্যাচেও মাঠে ছিলেন। এদিন ইডেনে খেলা দেখতে এসেছিলেন। ক্রিকেট ভক্ত সাউথগেট ম্যাচটা উপভোগও করলেন। উপভোগ করলেন রিয়ানের ইনিংসে। তবু মন খারাপ তাঁর। সেটা অবশ্যই রাজস্থানের হারের জন্য। ম্যাচ শেষে ইডেন ছাড়ার আগে সাউথগেট বলেও গেলেন, "দুর্দান্ত ম্যাচ হল। রিয়ান দারুণ ব্যাটিং করল। এটাই আমার প্রথমবার কলকাতায় আসা। প্রথম ইডেন-দর্শন। শেষ বল পর্যন্ত উত্তেজনা ছিল।"

আবারও ব্যর্থ ২৭

সেই সুইচহিট নেই! সেই একহাতে গ্যালারিতে বল পাঠানো নেই! হুক, কাট, পুলই বা কোথায়? ঋষভ পন্থকে নিয়ে গভীর উদ্বেগে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। সামনে ইংল্যান্ড সিরিজ। তারপর একাধিক হোম-অ্যাওয়ে সিরিজ ভারতের। তিনি নামা মানে ভারতের ব্যাটিংয়ে স্বস্তি। দেশ হোক আর দেশের বাইরে আগ্রাসী পন্থকে সামলানো কঠিন। সেই তিনিই কিনা প্রবল ব্যাটিং খরার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো আইপিএল জুড়ে কাঙ্খিত রান পাননি। মাত্র একটাই হাফসেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ভাবা হয়েছিল, আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়েই প্রত্যাবর্তন হবে পন্থের। তা তো হয়ইনি। উল্টে পন্থের ফর্ম দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে টিমের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকেও।

ব্যাটে পন্থ, বলে ছিলেন আফগান বোলার আজমাতুল্লা ওমারজাই। পন্থ স্টেপ আউট করলেন, ব্যাটে-বলে হলও। বল ফিল্ডারের হাতে আর ব্যাট চলে গেল স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারের দিকে। পন্থ ফিরে গেলেন ডাগআউটে। এমনটাই দেখা গেল পঞ্জাব বনাম লখনউয়ের শেষ ম্যাচে। ম্যাচেই লখনউয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মুখে হতাশা ফুটে উঠতেও দেখা গেল। রানের খরা যেন পিছু ছাড়ছেই না পন্থের। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে বিশাল রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৮ রানেই ফিরে যান পন্থ। ম্যাচে কোনও ছাপ ফেলতে পারলেন না। আজমাতুল্লার বলে বড় শট মারতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে গেল। আউট হলেন। তাঁর এই ব্যর্থতার পরেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে রীতিমত বিচলিত দেখাল। হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

চলতি মরসুমের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় পন্থ। সেই তিনিই কিনা বলতে গেলে সবচেয়ে খারাপ পারফর্ম করা ব্যাটারদের মধ্যে একজন। মোট ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান করেছেন এখনও অবধি। ছটি ম্যাচে এক অঙ্কের স্কোর। স্ট্রাইক রেটও একশোর নীচে। এমন একটা পরিসংখ্যানও দেখা যাচ্ছে যে, এই মরসুমে অন্তত ৬০ বল খেলেছেন, এমন ৭০ ব্যাটারদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যাঁর স্ট্রাইক রেট একশোরও নীচে। ৪ এপ্রিল লখনউকে আগের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে পঞ্জাব ২৩৭ রানের বিশাল লক্ষ্য দেয়। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেই পরপর উইকেট খোয়াতে থাকে পন্থরা। ১০ ওভারে রান মাত্র ৭৪ রানে ৫ উইকেট। শেষে ৩৭ রানে হার।

বৈভবকে কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

এবার বৈভব সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাত টাইটানসের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে খুব সম্ভবত এবারের আইপিএলের সবচেয়ে চর্চিত ইনিংসটি খেলে ফেলেছেন বৈভব। বয়স মাত্র ১৪ বছর। অথচ এর মধ্যেই রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে যে পরিণতি ও পারফরম্যান্স তুলে ধরেছেন বৈভব, তাতে তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবার এই তালিকায় নাম লেখালেন মোদী। জানালেন, চলতি আইপিএল দেখছেন তিনি। আর সমস্তিপুরের বৈভবের ইনিংস তাঁকে মুগ্ধ করেছে।রবিবার খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তাঁর মুখে উঠে আসে বৈভবের নাম। বলেন, 'আমি আইপিএলে বিহারের সন্তান বৈভব সূর্যবংশের অসাধারণ ইনিংস দেখেছি। এত অল্প বয়সে ও দুর্দান্ত রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। বৈভবের ব্যাটিংয়ের আড়ালে প্রচুর পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়।'কীভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন বৈভব, সেই রহস্যও খোলসা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ্যে আনার জন্য ওকে বিভিন্ন স্তরে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হয়েছে। যত বেশি খেলবে, তত উন্নতি করবে। লড়াইয়ে অংশগ্রহণ এবং ম্যাচে নামা গুরুত্বপূর্ণ। এনডিএ সরকার নিজেদের নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর করেছে।'কীভাবে অ্যাথলিটদের উন্নতিবিধানে সক্রিয় মোদী সরকার? সেই কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নতুন খেলাকে সামনে আনা এবং খেলোয়াড়দের সুযোগসুবিধা দেওয়া আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে গাটকা, খো-খো, মালখাম্ব এবং যোগাসনকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের অ্যাথলিটরা অনেক নতুন খেলা, যেমন— ইয়ুনসু, লন বল এবং রোলার স্কেটিংয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে।'দেশের নতুন ক্রীড়ানীতি নিয়েও এদিন আলোচনা করেন মোদী। বলেন, 'দেশে নয়া শিক্ষানীতি চালু হয়েছে। সেখানে আমরা খেলাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছি। এই নীতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশে ভালো খেলোয়াড়দের পাশাপাশি পেশাদার ক্রীড়াবিদ তৈরি করা।'-

Editor in Chief: Nilanjan DasGuptaConsulting Editor: Nabarun Majumdar Contact No: +91 9674740000 EMAIL : editor@jazzbaat24.com No.U92490JK2022PTC013572,--- RNI Application No. T/WB/2024/27Printed by: Jazzbaat24 News Network Pvt Limited Baruipara, Domjur, Howrah, West Bengal 711405